NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ কালীঘাটকে হারিয়ে জয়ে ফিরল মোহনবাগান

সিএবিতে বড় বদল ! বাদ তিন কোচ, আসছেন ঋদ্ধি ৭

কলকাতা ৪ জুলাই ২০২৫ ১৯ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.07.2025, Vol.19, Issue No. 25, 8 Pages, Price 3.00

কসবায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ। একইসঙ্গে আদালত জানতে চায়, কসবা কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি কী হয়েছে সে বাপারে। এরই সূত্র ধরে তদন্তকারীদের কাছে কেস ডায়েরি তলব করা হয়েছে। এর পর রাজ্যের পদক্ষেপ নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে আদালতকে।

এরপরই বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, 'তদন্ত কত এগোল, সেটা আমরা দেখতে চাই। আমরা তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে কনসার্ন।' একইসঙ্গে বিচারপতি এও জানান, এই তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট সিলড কভারে দিতে হবে।

এদিকে এদিনের শুনানিতে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ঘটনার তিন ঘণ্টার মধ্যেই মহিলা পুলিশ আধিকারিক একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। সেখানে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। এরপরই কলেজের (আইন) সংবিধান সম্পর্কে রাজ্যের কাছে জানতে চায় হাইকোর্ট।

গত ২৫ জুন কসবার ল কলেজের মধ্যে আইনের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নেমে প্রধান অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কসবাকাণ্ড নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক জনস্বার্থ মামলা। এদিকে, কসবাকাণ্ডে তিনটে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। অথচ সেই মামলাগুলোতে যুক্তই করা হয়নি নির্যাতিতাকে। অথচ মামলা দায়ের হয়েছে তাঁকে নিয়েই। সিবিআই তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণও চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মামলাকারীর আইনজীবী সৌমশুভ্র রায়ের বক্তব্য, এখানে তাঁর নির্যাতিতার বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য নেই। সেই কারণে এই মামলায় তাঁকে যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে, নির্যাতিতার পরিবার শুরু থেকেই পুলিশি তদন্তে আস্থা রেখেছেন। তাঁরা চান, কলকাতা পুলিশ যেভাবে তদন্ত করছে সেভাবেই যেন তদন্ত চালিয়ে যাক। এর পাশাপাশি কসবা কাণ্ডে দায়ের হওয়া তিনটি জনস্বার্থ মামলায় তাঁরা যুক্ত হওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন। পরিবারের পক্ষের আইনজীবীরা জানান, পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট যে গতিতে ও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে, তা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। তাই এখনই সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন নেই।

এদিন মামলার শুনানিতে আদালতের তরফে পরিষ্কার করে জানানো হয়, নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোনও ছবি বা ভিডিও সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না। কসবাকাণ্ডের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয় সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ। এনিয়েও হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। এদিন মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কলেজের পঠনপাঠন কোনভাবেই যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই দিকটি সুনিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। আগামী ১০ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

ঐক্যের বার্তায় বঙ্গ বিজেপিতে শমীক-যুগের সূচনা

পরিবর্তন নয়, তৃণমূলের বিসর্জনের আহ্বানে ইনিংস শুরু নয়া সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'এই রাজ্যে কোনও পরিবর্তন নয়, ২০২৬ সালে হবে তৃণমূলের বিসর্জন।' বঙ্গ বিজেপির একাদশতম সভাপতি হিসেবে প্রথম বক্তৃতাতেই এমনই সুর চড়ালেন সদ্য নির্বাচিত সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দলীয় দায়িত্ব গ্রহণের মঞ্চ থেকে দলের কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে এই বার্তা দেন তিনি।

সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে শমীক বলেন, 'বাংলার মানুষ আজ বিশ্বাস করেন;তৃণমূল হারবেই। আর বিজেপি-ই পারে তৃণমূলকে হারাতে। তৃণমূলের বিসর্জন এখন সময়ের অপেক্ষা। বাংলার মানুষ পরিত্রাণ চায়। মুক্তি চায় তৃণমূলের অপশাসনের হাত থেকে।'

তৃণমূলের প্রচার কৌশল নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নতুন সভাপতি। বলেন, 'ওরা বারবার একটা কথা বলে;মমতার বিকল্প মুখ কোথায়? আমি বলি, রাজ্যের মানুষ যে মুখকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে হারাতে কোনও বিকল্প মুখের দরকার হয় না।'

রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে শমীক বলেন, 'বাংলার মানুষ চায় না মেধা বিক্রি হোক। তারা চায় না তাদের ভাই, ছেলে, স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে চলে যাক। তারা চায় শিল্পায়ন, চায় ঘরের ছেলে ঘরেই থাকুক।'

এসএসসি দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে সরাসরি শাসকদলকে আক্রমণ করেন বিজেপি সভাপতি। অভিযোগ করেন, 'চল্লিশ হাজার চাকরি বিক্রি করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। সতেরো হাজার যোগ্য চাকরিপ্রার্থী রাস্তায় বসে ধর্না দিচ্ছেন। এটা বাংলা নয়, এটা এক কলঙ্কের রাজ্য।' এর পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, বিজেপি সরকারে এলে বাংলার কোনও যুবক আর পরিযায়ী শ্রমিক হবে না। 'আমরা অঙ্গীকার করছি;বাংলার মেধা আর প্রতারিত হবে না। এই সিদ্ধান্তে আমরা অটল।'

পশ্চিমবঙ্গের অতীত ইতিহাস মুছে ফেলার চক্রান্ত করছে তৃণমূল; এমন অভিযোগও তোলেন শমীক। বলেন, 'এক সময় দেশের জিডিপিতে বাংলার অবদান ছিল ৪০ শতাংশ। ব্রিটিশ আমলে তা নেমে আসে ৩০ শতাংশে। আজ তা মাত্র ৮ শতাংশ। কৃষি উৎপাদনে একসময় প্রথম স্থানে থাকা রাজ্য এখন তৃতীয়। চালের উৎপাদনে শীর্ষে থাকা বাংলা এখন পিছিয়ে। এই পতনের জন্য দায়ী একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রান্ত নীতি। তাঁর শাসনেই আলুচাষিরা আত্মহত্যা করছেন। একদিন যারা কৃষক সভার নামে গলা ফাটাতেন, সেই বামরাও আজ কৃষকদের পাশে নেই।'

নাম পরিবর্তনের ইস্যুতেও সরব হন তিনি। অভিযোগ করেন, 'রাজ্যের নাম পাল্টে ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চাইছে তৃণমূল। এটা বাংলা নয়, এটা ইতিহাসবিনাশের ষড়যন্ত্র।'

প্রথম বক্তৃতায় সংখ্যালঘুদের প্রতিও বার্তা দেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'বিজেপি কোনওভাবেই সংখ্যালঘুবিরোধী নয়। আমরা চাই সংখ্যালঘু যুবকদের হাতে পাথর-তলোয়ার নয়, থাকুক বই-কলম। আমরা চাই এই রাজ্যে বিজয়া দশমী ও মহরমের শোভাযাত্রা পাশাপাশি হোক; একই রাস্তায়, কিন্তু কোনও হিংসা বা সংঘাত ছাড়া।'

রাজ্য সভাপতির এই ভাষণেই স্পষ্ট, ২০২৬ সালের লড়াইয়ে বিজেপির মূল লক্ষ্য তৃণমূলকে উৎখাত। আর সেই যুদ্ধ শুরু হল এদিন সায়েন্স সিটি থেকে শমীক ভট্টাচার্যের কণ্ঠে প্রথম হুঙ্কারেই।

'নতুন নেতৃত্বে নতুন উচ্চতা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে শুভেচ্ছা জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার টুইটে তিনি লেখেন, 'এই গৌরবময় পদপ্রাপ্তি আপনার আদর্শ, নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রমের স্বীকৃতি। আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।'

শুভেন্দু আশাবাদী, শমীকের নেতৃত্বেই রাজ্য বিজেপি নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। তাঁর কথায়, 'আপনার গতিশীল নেতৃত্বে আমাদের দল আরও শক্তিশালী হবে, এবং বাংলায় এক সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত ভবিষ্যৎ গড়ার পথে বিজেপি সরকার গঠন করবে।' তিনি আরও বলেন, 'আপনার নেতৃত্বে সংগঠন রূপান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মানুষের মধ্যে দলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং বাংলার রাজনৈতিক জমিতে প্রভাব ফেলবে।' শেষে শুভেন্দু লেখেন, 'এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আপনার সুস্বাস্থ্য, শক্তি ও সাফল্য কামনা করি।'

শুভেচ্ছা শুভেন্দুর

দলের অন্দরে অনেকেই এই বার্তাকে কেবল শুভেচ্ছা নয়, বরং ভবিষ্যতের রূপরেখা রচনার সংকেত হিসেবে দেখছেন। শমীক-শুভেন্দু-সুকান্ত; এই ত্রয়ীকে সামনে রেখেই বিজেপি আবার রাজ্য রাজনীতিতে নিজেদের জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। নতুন সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই সেই অভিমুখে এগোতে শুরু করলেন শমীক।

এদিন, দলনেতৃত্বে শমীক ভট্টাচার্যের উত্থানকেও স্বাগত জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আপনি আমাদের নতুন সেনাপতি। আপনার নেতৃত্বেই বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করব।'

২০২৬-এ তৃণমূলকে হারিয়ে বাংলা থেকে 'ভাইপো-রাজনীতি' মুছে ফেলার অঙ্গীকার ফের একবার করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এই সংবর্ধনা যেন শপথ হয়;বাংলা থেকে মুসলিম লিগ-২-এর শাসন শেষ করতেই হবে।' তাঁর অভিযোগ, 'এটা আর তৃণমূল নয়, এখন এটা কার্যত মুসলিম লিগ-২।'

শুধু তৃণমূল নয়, সিপিএমকেও একহাত নেন তিনি। বলেন, 'মুসলিম ভোট এক করতে গিয়ে সিপিএম হিন্দু ভোট ভাগ করছে। সাবধান থাকুন ওদের থেকে।' ভোট কৌশলে হিন্দুদের ঐক্যই তাঁর মূল বার্তা।

দাবি, '২০২৪-এ আমরা ৬৮ শতাংশ হিন্দু ভোট পেয়েছিলাম, এবার লক্ষ্য ৮০ শতাংশ। এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দিলে চলবে না।'

সাইবার অপরাধ দমনে হস্তক্ষেপ দাবি করে শাহকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উস্কানিমূলক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ রুখতে কেন্দ্রের কাছে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে কেন্দ্রকে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ভুয়ো খবর, মিথ্যে ভিডিও ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। এতে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে, শান্তি ও সামাজিক ঐক্য নষ্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের উপর।'

চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সাইবার অপরাধ এখন আর শুধু তথ্যচুরি বা প্রতারণা নয়; এর পরিধি বেড়ে গিয়ে সমাজে গভীর মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক সংকট তৈরি করছে। ফেক নিউজের ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে।' এই পরিস্থিতিতে তাঁর দাবি, 'বর্তমান আইন যথেষ্ট নয়। ডিজিটাল অপরাধ দমন করতে আরও কঠোর ও কার্যকরী আইন প্রণয়ন এবং নীতিগত হস্তক্ষেপ জরুরি। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে আইনকেও উন্নত করতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সচেতনতা বৃদ্ধিও সমান জরুরি। বহু মানুষ এখনও ডিজিটাল মাধ্যমের অপব্যবহার এবং ভুয়ো কনটেন্ট চেনার বিষয়ে অজ্ঞ। তাই ডিজিটাল সাক্ষরতা, সচেতনতামূলক প্রচার বাড়ানোর উপর মুখ্যমন্ত্রী জোর দেন। জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক সংহতি এবং নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে এই বিষয়টিকে যেন অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হয় সে বিষয়েও চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

ভোটার তালিকা আপত্তি মমতার, কমিশন অনড়ই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০০২ সালের পর ফের পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর)। নির্বাচন কমিশনের অন্দরের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানালেও জাতীয় নির্বাচন কমিশন চাইছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত করা হোক। ফলে জুলাইয়ের শেষ বা অগস্টের গোড়াতেই শুরু হতে পারে এই প্রক্রিয়া।

বিহারে ২৮ জুন থেকে ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এই এসআইআর প্রক্রিয়া। সেখানে বছরের শেষে বিধানসভা নির্বাচন। একইভাবে বাংলাতেও ভোটার তালিকায় একাধিক গাফিলতি ধরা পড়েছে;মৃত ব্যক্তির নাম, অনুপ্রবেশকারীদের এন্ট্রি, একাধিক এপিক নম্বর, ভুল ঠিকানা, ইত্যাদি। কমিশনের মতে, ভোটার তালিকা শুদ্ধ না করলে ভোটের

নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

প্রক্রিয়াটি দুই ধাপে হবে;প্রথমে অনলাইনে নাম তোলার আবেদন, তারপর বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করবেন। ভুয়ো তথ্য পাওয়া গেলে এফআইআর করার নির্দেশ রয়েছে। বিএলও-দের বাধা দিলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশনের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি থাকলেও ভোটার তালিকা সঠিক করা সাংবিধানিক কর্তব্য। বিশেষত, কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে ৫৮৪০ নাম কাটা এবং ৩০০০ নতুন নাম ওঠার পর এই সিদ্ধান্ত সময়োচিত বলেই মনে করছে কমিশন।

বিলেতের বাইশ গজে দ্বিশতরানের পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল।

এবার ঘানার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত মোদী

আক্রা, ৩ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে নয়া পালক। এবার ঘানার সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মানে ভূষিত হলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁকে 'অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য স্টার অফ ঘানা'-এ সম্মানিত করলেন ঘানার প্রেসিডেন্ট জন দ্রামানি মহামা। সম্মান পেয়ে আপ্লুত মোদী বলেন, 'দু'দেশের বন্ধুত্ব গভীর হবে। দায়িত্ব আরও বাড়ল।'

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই প্রথমবার ঘানায় গিয়েছেন মোদী। বুধবার বিকেলে তিনি আক্রার কোটোকা বিমানবন্দরে নামেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আলিঙ্গন করেন ঘানার প্রেসিডেন্ট। সেখানে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। স্থানীয় রীতি মেনেও অভ্যর্থনা করা হয় তাঁকে। বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছতেই মোদীকে ঘিরে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' স্তোত্র গাইতে শুরু ঘানার বাচ্চারা। হাসিমুখে তাদের গান শোনেন প্রধানমন্ত্রী, সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'ঘানার সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান পেয়ে আমি গর্বিত। এটি কেবল ব্যক্তিগত অর্জন নয়। বরং ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি এটি গ্রহণ করছি।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভারত-ঘানার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর হবে। এই সম্মানের পর দায়িত্বও আরও বাড়ল।' সম্মানটি গ্রহণ করার পর মোদী তা ভারতের যুবসমাজ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং দু'দেশের বন্ধুত্বের প্রতি উৎসর্গ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নেরেন্দ্র মোদীকে 'অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য স্টার অফ ঘানা'- সম্মানে সম্মানিত করলেন ঘানার প্রেসিডেন্ট জন দ্রামানি মহামা।

Page-2 (04-07-25) 1NEW PAGE SET UP_Layout 1 7/3/2025 10:32 PM Page 1

ধান উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড, শীর্ষস্থান ধরে রাখল পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ধান উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ল রাজ্য। কৃষি দপ্তরের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে মোট ২৫৫.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে, যা এর আগে কোনও অর্থবর্ষে দেখা যায়নি। এই উৎপাদনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ফের দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করল।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, খরিফ মরশুমে রাজ্যে ১৮১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়েছে। ২০২৪ সালে 'ডানা' ঘূর্ণিঝড় ও কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও এই পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, বোরো মরশুমে উৎপাদন হয়েছে ৭৫.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। সব মিলিয়ে এই বছরে ধান উৎপাদনের পরিমাণ পৌঁছেছে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টনে, যা ২০২১-২২ অর্থবর্ষে হওয়া ২৫৩.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টনের আগের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্যে ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০০.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। সেখান থেকে এক যুগে ধান উৎপাদন বেড়েছে ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন। রাজ্যের কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিভিন্ন কৃষকমুখী প্রকল্প ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগের জেরেই এই সাফল্য এসেছে। কৃষকবন্ধু, বাংলা শস্য বীমা, খাজনা মুকুব, কৃষিযন্ত্র ভর্তুকি, ধান সংগ্রহে ন্যায্য মূল্য এবং সুফল বাংলার মতো একাধিক প্রকল্পে কৃষকেরা উৎসাহিত হয়েছেন।

রাজ্যের দাবি, শুধু ধান নয়, অন্যান্য প্রধান ফসলেও সাম্প্রতিক বছরে উৎপাদনের হার বহুগুণ বেড়েছে। ভুট্টা উৎপাদন ৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ লক্ষ মেট্রিক টনে। তৈলবীজের উৎপাদন ৭ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ডালের উৎপাদন ১.৪২ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। সুগন্ধি চাল উৎপাদন ছয় গুণ বেড়ে পৌঁছেছে ৩.৭২ লক্ষ মেট্রিক টনে। রাজ্য সরকারের দাবি, কৃষকদের আর্থিক স্থিতি ও খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে এই সাফল্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি, সহায়ক প্রকল্প এবং নীতিগত স্থিরতার জোরে রাজ্য আগামীদিনে আরও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগোচ্ছে।

কলকাতার কোয়েস্ট মলে আয়োজিত হয় 'সিতারে জমিন পর' স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং। আয়োজন করে এফসিসিআই লেডিস ওর্গানাইজেশন (এফএলও) এক উম্মিদ এবং ইন্ডিয়া অস্টিম সেন্টার। হাজির ছিলেন, (বাঁদিক থেকে) আয়ুষ সারদা, ড. মীনু বুধিয়া, মন্ত্রী শশী পাঁজা, প্রিয়দর্শিনী হাকিম, প্রিয়দর্শিনী বাওয়া, নিধি ঝুনঝুনয়ালা, মানসী আগরওয়াল ও অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক।

আলমপুরে পিচ কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার আলমপুরে একটি পিচ কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগল। সকাল আনুমানিক ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে দমকলের চারটি ইঞ্জিন এলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামে মোট ১০টি ইঞ্জিন। ফোম ব্যবহার করে প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, সাঁকরাইল থানার আইসি বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক প্রিয়া পাল। হাওড়া ডিভিশনের ফায়ার অফিসার রঞ্জন ঘোষ জানান, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হবে এবং ফরেনসিক তদন্ত হবে। শ্রমিকদের কোনও ক্ষতি হয়নি, কারখানা চলাকালীন বিকট শব্দ শুনে সবাই পালিয়ে যান। ফায়ার লাইসেন্স ছিল কি না খতিয়ে দেখবে প্রশাসন, বললেন পঞ্চায়েত প্রধান।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাগুইআটি বইমেলা ও উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজিত হল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের। এদিনের শিবিরের ৭০ জনকে চশমা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নিউটাউনের বিধায়ক তথা বইমেলার সভাপতি তাপস চ্যাটার্জী।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট, পুরুলিয়ায় বিশেষ প্রকল্প চালু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট জাতের ছাগলের সুস্বাদু মাংস যাতে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পায়, সেই লক্ষ্যেই পুরুলিয়ায় বিশেষ প্রকল্প চালু করল রাজ্য সরকার। প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রকল্প শুধু মাংস উৎপাদনেই নয়, নতুন কর্মসংস্থানের পথও খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, এই ছাগল পালনকে সংগঠিত শিল্পে পরিণত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের মাংসের গুণগত মান ও প্রোটিনের গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্য উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রী জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে ২০০০ লিটার দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে ৩৬৭ কোটি টাকার রাজস্ব এসেছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতার পার্ক হোটেলে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'অ্যানিমাল হাসবেনড্রি অ্যান্ড ফিসারিজ কনক্লেভ'-এ এই তথ্যগুলি উঠে আসে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও মৎস্য প্রতিমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আরও জানান, ডিম উৎপাদনে রাজ্য সরকারের উৎসাহ নীতি ২০১৭ সাল থেকে চালু রয়েছে এবং তা ৩১ অগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্পে ৩৩.৯০ কোটি ডিম উৎপাদনের পাশাপাশি ২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ডিমের চাহিদা ১৫২৮ কোটি হলেও উৎপাদন হয়েছে ১৬৯০ কোটি, অর্থাৎ রাজ্য এখন এই ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মন্ত্রী জানান, জলপাইগুড়িতে পোলট্রি ব্রিডিং ফার্ম গড়ে তোলা হয়েছে এবং বিশ্বকাপ ২০২২ উপলক্ষে কাতারে মাংস রপ্তানি করেছে রাজ্য সরকার।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, রাজ্যের 'আনন্দধারা' প্রকল্পে ১২ লক্ষ ১০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী কাজ করছে, যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে আইআইএম। তিনি জানান, রাজ্য বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে ডিম উৎপাদনে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে সারা দেশে সেই হার মাত্র ৩-৪ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৪ সালে মোট দুধ উৎপাদন হয়েছে ৭৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন। মৎস্য প্রতিমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী জানান, রাজ্য অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে এবং বর্তমানে বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডে মাছ রপ্তানি শুরু হয়েছে।

ব্যারাকপুর মোহনপুরে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুর থানার শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সুর্যপুর বারপাড়া খেলার মাঠ এলাকায়। মৃতদের নাম নিবারণ মণ্ডল (৫১) এবং পিপাসা মণ্ডল (৪৮ বছর)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলায় মণ্ডল দম্পতির মেয়ে পড়শি এক মহিলাকে ফোন করে মায়ের খোঁজ নিতে বলেন। ফোন পেয়ে পড়শি মহিলা মণ্ডল দম্পতির ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু তাদের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি দরজায় ধাক্কা দেন। তখন তিনি দেখেন পিপাপা মণ্ডল রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন। আর তার তাঁর স্বামী নিবারণ মণ্ডল ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝা এবং মোহনপুর থানার পুলিশ। জোড়া মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন তাঁর স্বামী। এই সন্দেহের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অশান্তি লেগেই থাকত। তাই অশান্তির বশে হয়তো স্ত্রীকে খুন করে স্বামী আত্মঘাতী হয়েছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝা জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, সন্দেহের বশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় ঝামেলা হত। তবে তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। কি কারণে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হবে।

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে রাজ্য সরকারের তরফে চালু হয়েছে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনস্থ আতপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের তরফে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচিকে সামনে রেখে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন আতপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিক সুরেশ্বর মণ্ডল, জগদ্দল থানার পুলিশ কর্মী-সহ স্কুল পড়ুয়ারা। শ্যামনগর পাওয়ার হাউজ মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে শ্যামনগর চৌরঙ্গী মোড়ে এসে শেষ হয়। স্কুল পড়ুয়ারা হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন, দ্রুত বেগে গাড়ি চালাবেন না। হেলমেট পরুন, নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

খড়গপুর শাখায় পরিকাঠামোগত কাজ, বাতিল ও পরিবর্তিত রুটে চলবে একাধিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন খড়গপুর: শাখায় রেল পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেন আংশিকভাবে চলবে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। তাদের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১০ জুলাই ২০২৫ থেকে ২২ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ট্রেন চলাচলে রদবদল হবে।

বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা—

৬৮০৫১/৬৮০৫২ বালেশ্বর, ভদ্রক, বালেশ্বর মেমু ১০ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন

০২৮৩৭ সাঁতরাগাছি-পুরী বিশেষ ১১ জুলাই ও ১৮ জুলাই

০২৮৩৮ পুরী-সাঁতরাগাছি বিশেষ ১২ জুলাই ও ১৯ জুলাই

০২৮৩৯ শালিমার-পুরী বিশেষ ১৩ জুলাই ও ২০ জুলাই

০২৮৪০ পুরী-শালিমার বিশেষ ১৪ জুলাই ও ২১ জুলাই

১৮০৩৭ খড়গপুর-জাজপুর কেওনঝাড় রোড এক্সপ্রেস ১৯ জুলাই ও ২০ জুলাই

১৮০৩৮ জাজপুর কেওনঝাড় রোড-খড়গপুর এক্সপ্রেস ২০ জুলাই ও ২১ জুলাই

সংক্ষিপ্ত রুটে চলবে যে ট্রেন

৬৮০৪৯/৬৮০৫০ খড়গপুর-ভদ্রক মেমু বালেশ্বর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ / বালেশ্বর থেকে যাত্রা শুরু ১০ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই সাময়িক পরিবর্তন শুধুমাত্র রেল পরিষেবার উন্নয়নের স্বার্থে। যাত্রীদের রেল সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য ভারতীয় রেলের সরকারি ওয়েবসাইট দেখার অনুরোধ করা হয়েছে।

ব্যারাকপুরে ঐতিহ্যবাহী 'গড় পুকুর' ভরাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার জমি হাঙরদের থাবা ব্যারাকপুর নোনাচন্দন পুকুর মসজিদ মোড় সন্নিহিত ঐতিহ্যবাহী 'গড় পুকুরে'। অভিযোগ, জমি মাফিয়ারা পুকুরের চারপাশ ঘিরে সুকৌশলে সুবিশাল সেই জলাশয় ভরাট করছে। ব্যারাকপুরের অতি প্রাচীন 'গড় পুকুর' বাঁচাতে সোচ্চার হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এবং ব্যারাকপুর মঙ্গলপান্ডে বিজ্ঞান কেন্দ্রের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার তাঁরা পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এমনকী তাঁরা সেখানে প্রতিবাদ সভাও করেন। প্রসঙ্গত, পুকুর কিংবা জলাশয় বুজিয়ে ফেলার বিরুদ্ধে বারংবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৪ জুন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা

দিয়েছেন। জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণ করলে, তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তথাপি শাসকদলের কেষ্ট-বিষ্টুরা বহাল তবিয়তে পুকুর ভরাট করে চলেছেন বলে অভিযোগ। যদিও জমি হাঙরদের হাত থেকে গড় পুকুর বাঁচাতে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে ব্যারাকপুর পুরসভা, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং টিটাগড় থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ছয় বিঘা আয়তনের ঐতিহ্যবাহী এই 'গড় পুকুর'টিকে আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগে এলাকার মানুষজন নিয়মিত ব্যবহার করতেন। এই পুকুরে হত অবিরাম সাঁতার প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি এখানে মাছ ধরার প্রতিযোগিতাও হত। তবে আজ সবই অতীত। কালক্রমে গড় পুকুরের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে তৈরি দোকানপাট ও ঘরবাড়ি। অভিযোগ উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই সুবিশাল জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। অথচ ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী নিশ্চুপ। তাহলে কি এঁদের মদতেই 'গড় পুকুর' ভরাট চলছে, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। এদিনের প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়ে ব্যারাকপুর মঙ্গলপান্ডে বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক অনিন্দিতা ভৌমিক বলেন, একটা সময় গড় পুকুরে অবিরাম সাঁতার প্রতিযোগিতা হত। স্থানীয়রা নিয়মিত পুকুরটিকে ব্যবহার করতেন। তাঁর অভিযোগ, টিন দিয়ে চারপাশ ঘিরে সুকৌশলে গড় পুকুর ভরাটের কাজ চলছে। ওই পুকুর ভরাট করে প্লট করে বিক্রি করার চেষ্টা করছেন জমি হাঙরেরা। কিন্তু জলাশয় বাঁচাতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট করা যাবে না। অথচ টিনের প্রাচীর দিয়ে চারপাশ ঘিরে গড় পুকুর ভরাটের কাজ চলছে। ভরাট রুখতে সাংসদ, বিধায়ক কিংবা পুরপ্রধানের কোনও নজর নেই। প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিজেপি নেতা মিলন কৃষ্ণ আশ বলেন, ঐতিহ্যবাহী এই পুকুরে আজ থাবা বসিয়েছে জমি মাফিয়ারা। শাসকদলের মদতেই হয়তো ভরাট করার চক্রান্ত চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৯৩ নং এফিডেভিট বলে Suroj Malik S/o. Yadav Malik ও Suraj Malik S/o. J. Malik, yadav malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Chandra Roy S/o. Satish Roy ও Sonjoy Roy S/o. S. C. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পূর্ব বর্দ্ধমান কোর্টে ২৯১৯ নং এফিডেভিট বলে Rabiyel Haque S/o. Abdul Halim Sekh ও Sk Rabiul Haque S/o. Sk. A. Halim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম - পদবী পরিবর্তন

গত 05/12/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6539 নং এফিডেভিট বলে আমি **Avijit Sikder** S/o. Khokan Sikder, R/o. Bishpara No. 1, VTC: Bishpara, Nayasarai, Mogra, Hooghly-712513, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Dr. Ranjita Biswas, মহাশয়ার অধীন Transfeminine চিকিৎসা করিয়া (Transfeminine person i.e. people who were assigned male at birth but identify as more feminine than masculine) **Mimi Sikder** নামে পরিচিত হইয়াছি। এবং **Avijit Sikder** ও **Mimi Sikder D/o. Sri Khokan Sikder (Father) & Smt. Saraswati Sikder (Mother)** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **SWATILEKHA MANDAL** wife of LT.Amiya Mandal , residing at – Village Sainpala Gopal Chandra Dutta Road under Basirhat Municipality ward No-08,P.O & P.S -Basirhat, Dist - North 24 Parganas ,West Bengal. My son's actual name is **SOUMAVO MANDAL** S/O LT. Amiya Mandal but owing to inadvertence the spelling of my son's has been written in Birth certificate **SOURADIP MANDAL** S/O LT. Amiya Mandal being registration no-1195 date of Registration 29.11.2014. That **SOUMAVO MANDAL** S/O LT. Amiya Mandal and **SOURADIP MANDAL** S/O LT. Amiya Mandal is the same and one identical person vide Affidavit LD. Executive Magistrate, at Basirhat, North 24 Parganas, date-23/06/2025.

AFFIDAVIT

I, **BABITA BOSE** (AICH) W/O Anupam Bose & D/O Late Nihar Kant Aich residing at 161/17, Sarat Pally, Basudebpur Road, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagatdal, Dist.- North 24- Parganas, WB- 743127 do hereby declare vide affidavit serial no. 203 dated 25.06.2025 filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore that prior to my marriage, my name with surname was BABITA AICH and it is recorded in my Aadhar, Voter and PAN Cards but after my marriage with Anupam Bose, I am known as BABITA BOSE (AICH). The purpose of this affidavit is to do the rectification in the relevant records. BABITA BOSE (AICH) and BABITA AICH are the same and one identical person.

।। নোটিশ ।।

এতদ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **SANJIB VERMA**, Son of Raghunath Prasad Verma, সাং- ১১, জি. টি. রোড, চাঁপদানি, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২২২। এতদ্বারা স্বীকার, প্রকাশ ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, গত ইংরাজী ২০২৪ সালে চন্দননগর এ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৮০১ নং সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে ভদ্রেশ্বর থানা অন্তর্গত চাঁপদানি নিবাসী **RADHIKA DEVI**, স্বামী Ganga Singh এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া এল. আর. রেকর্ডে ২০৭ / ১ নং খতিয়ানে পূর্বে হইতে খরিদাস ত্রে প্রাপ্ত হইয়। মালিক কৃষ্ণ গোপাল সা- এর নিকট হইতে খরিদাসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলে দখলীকার থাকাবস্থায় গত ইংরাজী ২৭/০২/২০২০ তারিখে চন্দননগর এ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV- 93 নং এককেতা আমমোক্তারনামাপত্র বলে হুগলী জেলা ভদ্রেশ্বর থানা অন্তর্গত চাঁপদানী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত জে. এল. নং ২০, খুঁড়িগাছি মৌজায়, ২০৭/১ নং খতিয়ানভুক্ত ২২৮২ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় কমবেশী ১৩ ছটাক ৩৩ বর্গফুট ও ২২৮৩ নং দাগে ডোবা জমি ষোল আনায় ০২ ছটাক ১২ বর্গফুট সম্পত্তি যাহা মোট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি কমবেশী ০১ কাঠা জমি সম্পত্তি হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর থানার অধীন খুঁড়িগাছি রোড, নতুনপাড়া নিবাসী PREM KISHAN SHAW, Son of Late Hari Kushan Shaw মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছে। উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তা হলে বিজ্ঞাপনের দিন থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সিঙ্গুর বি.এল. আর. ও. তে যোগাযোগ করিবেন।

মহঃ আফজাল হোসেন (এ্যাডভোকেট)
শ্রীরামপুর কোর্ট,
Enl. No.- F-1643/1636/1999

-: নোটিশ :-
আমমোক্তারনামাপত্র

আমার মক্কেল ভোলানাথ দাস, পিতা - স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র দাস এবং সন্দীপ দাস, পিতা - ভোলানাথ দাস, জাতি - হিন্দু ভারতীয় নাগরিক, পেশা – কৃষিকার্যাদি, সাং – টাউন পদুমবসান, পোঃ ও থানা - তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর। বিগত ইং ২১ শে জুলাই ২০১৭ তারিখে তমলুক ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা পত্র দলিল IV-22/07.2017 দাতা গোপাল সাহার দ্বারা শৈলেশ্বর সাহা আমমোক্তারগ্রহীতার নিকট হইতে গত ইং ২৬শে আগষ্ট ২০২১ তারিখের ৩২২৭ ও ৩২২৮ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে তমলুক থানার অন্তর্গত ধারিন্দা মৌজা, জে.এল. নং ২৭৯ তে ৫৫২ খতিয়ানভুক্ত যথাক্রমে ২৪১ ও ১৬০ দাগের ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। অত্র নোটিশ দ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড. এল. আর.ও. তমলুক -১(নাইকুড়ি) অফিসে তথ্য প্রমানাদি সহ যোগাযোগ করিবেন।

নিবেদন ইতি -
Tapan Kumar Maiti (Advocate)
Purba Medinipur District Judge's Court
at Tamluk, EnrL.no. WB/916/2007.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি কৃষ্ণা সরকার, স্বামী প্রয়াত শ্রী অসিত কুমার সরকার, সাকিন - সমাদৃতা, বি-২/১, ইকোটিপি, ফেজ-৩, কলকাতা - ৭০০১০৭, মূল বিক্রয় দলিল নং ৩৫৮, সম্পাদিত ১৫.০১.১৯৯৬ তারিখে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং বোর্ড এবং সমাদৃতা কো-হাউসিং সোসাইটি লি. এর মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আলিপুর সমীপে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিউ টাউন থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ২২৬/২৫, তারিখ ৪ মে ২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উল্লিখিত দলিল পেয়ে থাকলে অথবা কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে নিম্নোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে বৈধ প্রমাণ সহ যোগাযোগ করতে হবে , ১৪ দিন অতিক্রান্তে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। কাকলি রায় চৌধুরী, অ্যাডভোকেট, যোগাযোগ : ৯৮৩০৫১৮১১৩

NOTICE

My client **Shilpa Majumdar Ghosh**, wife of Biswajit Ghosh, purchased a piece of land about 2 Cottahs 6 Chataks 26 sq.ft. in R.S. & L.R. Dag No. 1342, Khatian No. 3391, Mouza – Natagarh, 24 Parganas (N), vide Deed No. 3793, dated 29.05.2025 registered at A.D.S.R.O. Sodepur from Sova Rani Bose W/o – Kashinath Bose through Power of Attorney given to Shiladitya Mondal, by vide Deed No. 1210, dated 18.02.2025 registered at A.D.S.R.O. Sodepur and has applied for mutation of that land vide Case No. MN / 2025 / 1509 / 19772. Any person having any claim / objection against that mutation may contact at 0/0 B L & L R O Sodepur, or undersigned with supporting documents within 7 days from publication of this notice, otherwise claim / objection of such person (s) will be deemed waived / abandoned.

Biswajit Majumdar, Advocate
Barrackpore Court
F – 1952 / 1622 of 2017

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা জুলাই। ১৯ শে আষাঢ়। শুক্রবার। নবমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের, ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(আজ স্বামী বিবেকানন্দ র মহাপ্রয়াণ দিবস। বৌদ্ধ দেব আবির্ভাব তিথি)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ৪ জুলাই ২০২৫, ১৯ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার

এক নজরে

সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট সিবিআইয়ের

■ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট সিবিআইয়ের। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়ে সিবিআইয়ের তরফ থেকে আদালতে জানানো হয়, মামলার তদন্তে সাক্ষীর সংখ্যা বেড়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ নিয়োগে নতুন করে ৩৬ জন সাক্ষী ও গ্রুপ ডি মামলায় ১জন সাক্ষীর নাম যুক্ত হয়েছে। নতুন করে ৮৪টি নথিও যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি গ্রুপ ডি ক্ষেত্রে নথি সংখ্যা বেড়েছে ৫টি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই নবম ও দশম শ্রেণির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মিডলম্যান হিসেবে আব্দুল খালেককে অভিযুক্ত করে, তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় সিবিআই। ২০২৩ সালের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে আব্দুলকে গ্রেপ্তারও করে সিবিআই। তবে বর্তমানে জামিনে আছে এই আব্দুল খালেক। এবার নবম ও দশম শ্রেণির নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল সিবিআই।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

■ এলাকা দখল নিয়ে ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ঘটনাস্থল, নারকেলডাঙা থানা এলাকার কাইজার স্ট্রিট। বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে চলছে বিধায়ক পরেশ পাল ও কাউন্সিলর শচিন সিং গোষ্ঠীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব। তবে বুধবারের ঘটনায় আহত দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন। আহতরা চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। সূত্রের খবর, কাইজার স্ট্রিটে কয়েকজন যুবক বসে কথা বলছিলেন। সেই সময় ৩৬ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শচিন সিংয়ের অনুগামীরা এসে অতর্কিতে পিছন থেকে হামলা চালায়। কোনও রকমের প্ররোচনা ছাড়াই হামলা চলে বলে অভিযোগ। বন্দুকের বাঁট ও চপার দিয়ে আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ। ওই পরিস্থিতির মাঝে পড়ে এক বৃদ্ধাও আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, কাউন্সিলর শচীন সিংয়ের এই অনুগামীরা নানা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। আক্রান্তরা প্রত্যেকেই এলাকার বিধায়ক পরেশ পালের অনুগামী বলে দাবি।

বেহাল জিডি মার্কেট

■ সংস্কার হচ্ছে না সল্টলেকের অন্যতম জনপ্রিয় জিডি মার্কেটে। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে পুরো মার্কেটের অবস্থা যে বেহাল তাও ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে সূত্র বলছে, ন'মাস আগে এই মার্কেট সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সামনের দিকের কিছু অংশ মেরামত হওয়ার পরেই বন্ধ হয়ে যায় সেই কাজ। কারণ, বিধাননগর পুরনিগম নাকি টাকা মেটায়নি। সেই থেকে আজও একই অবস্থায় জিডি মার্কেট। এ ব্যাপারে বিধাননগর পুরনিগমের আধিকারিকেরা জানান, খারাপ অংশের কাজেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। মাঝে একটা সময়ে নিগমের হাতে টাকা ছিল না। টাকা জোগাড়ের চেষ্টা চলছে। তাই কাজের গতি শ্লথ হয়েছে। আর মার্কেট সংস্কারের কাজ যে হচ্ছে না এমন অভিযোগ মানতে নারাজ বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ (বাজার) রাজেশ চিরিমার।

মেয়ের হত্যার বিচার চেয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ তামান্নার মা-বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিবিআই তদন্ত চেয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কালীগঞ্জে মৃত নাবালিকার মা। সম্প্রতি নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমা ফেটে মৃত্যু হয় ১০ বছরের তমান্না খাতুনের। মেয়ের হত্যার ন্যায়বিচার এবার চান তিনি। আর সেই কারণেই বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তামান্নার বাবা ও মা। মেয়ের হত্যার ন্যায়বিচার চাওয়ার পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, এখনও লাগাতার হুমকি পাচ্ছেন। সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, কেন এতদূর তাঁদের হাইকোর্টে আসতে হল? প্রায় একই সুর মৃত তামান্নার মায়ের গলাতেও। তিনিও জানান, 'হুমকি আসছে, ভয় পাচ্ছি, পুলিশকে জানিয়েছি পর্যন্ত।'

গত ২৩ জুন কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই বিজয় মিছিল বের করেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদের

অনুগামীরা। অভিযোগ, সেই বিজয় মিছিল থেকেই বোমা ছোড়া হয় হোসেন শেখের বাড়ি লক্ষ্য করে। ওইদিন দুপুরে ভাত খেতে বসেছিল হোসেন শেখের ১০ বছরের মেয়ে তামান্না। বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরিবার। মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ওড়িশা থেকে বাড়ি ফেরেন হোসেন শেখ।

শোকস্তব্ধ বাবা-মায়ের একমাত্র দাবি, দোষীদের ফাঁসি হোক। পরিবারের পক্ষ থেকে ২৪ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় অনেককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে। এরই মাঝে ন্যায়বিচার চাইতে আদালতে তামান্নার বাবা-মা। কালীগঞ্জে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তামান্না খাতুনের। তাই এবার ন্যায় বিচারের আশায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তামান্নার পরিবার।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলায় আইনি লড়াইয়ে নামছেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তামান্নার মা জানিয়েছেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, পুলিশই বিচার দেবে। কিন্তু ঘটনার এতদিন পরেও মূল অভিযুক্তরা বাইরে, আর গ্রেপ্তারির নাম নেই। তাই বাধ্য হয়েই আদালতের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। আমরা হাইকোর্টে যাচ্ছি, যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত হয়। সিবিআই তদন্তের আবেদন করব।' প্রসঙ্গত এই ঘটনায় গত শুক্রবারই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে ধরা পড়েছে তৃণমূলের বুথ সভাপতি গাওয়াল শেখ ও তাঁর ছেলে বিমল শেখ। ধৃতদের কৃষ্ণনগর আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। তবে এখন ন্যায়বিচারের জন্য এখন হাইকোর্টই শেষ ভরসা তামান্নার পরিবারের।

আদালতের নির্দেশে বন্ধ হল সব কলেজের ইউনিয়ন রুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের পর ঘটনার পর শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা এবার চলে এসেছে আতস কাচের নীচে। বহুকাল ধরে ছাত্র নির্বাচন হয়নি রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে। অথচ অন্যদিকে খোলা থাকে সব কলেজেরই ইউনিয়ন রুম। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই ওই মামলাতেই বড় নির্দেশ দিল আদালত। সাফ জানাল, যতদিন না ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে, ততদিন রাজ্যের সব কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ থাকবে।

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দেয়, রাজ্যের সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নোটিস জারি করতে হবে। একইসঙ্গে দেখতে হবে যাতে এই ঘরগুলি বন্ধ রাখা হয়। কোনও ধরনের কাজকর্ম সেখানে করা যাবে না। কোনও দরকার হলে ওই ইউনিয়ন রুম ব্যবহারের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে যথোপযুক্ত কারণ দেখিয়ে লিখিত

আবেদন করতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যে থমকে রয়েছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার ওই মামলাতেই বিচারপতি সৌমেন সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নির্বাচন না হলেও ইউনিয়ন চলছে কলেজগুলিতে। যা সম্পূর্ণ বেআইনি। রাজ্য সরকারের হলফনামার কথাও উল্লেখ করেন। যে হলফনামায় উচ্চশিক্ষা দপ্তর জানিয়েছিল, রাজ্যের কোনও কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি। ফলে ইউনিয়নরুম খোলা রাখার পক্ষে কোনও প্রকৃত কারণ নেই। এরই পাশাপাশি এদিন আদালত এও জানতে চায়, কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি রয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও। মামলাকারী আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কোনও কলেজে এমন কিছু দেখেননি। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌমেন সেন জানতে চান, রাজ্য নির্বাচন নিয়ে পরামর্শ দিতে পারে কি না। রাজ্যের বক্তব্য, এই ধরনের পরামর্শ আইনত দেওয়া যায় না। আগামী ১৬ জুলাই মামলার শুনানি। এরপরই আদালতের নির্দেশ, ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছে রাজ্য তা হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে রাজ্যকে। আদালতের এই রায়ের পর এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, দিনের পর দিন এই ইউনিয়ন রুমে নানা ধরনের বেআইনি কাজকর্ম চলছে। বহিরাগতদের বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক আদালত।'

এই মামলায় কার্যত আইনের জয় হল বলেই মনে করছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন, এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, 'ইউনিয়ন রুমে কী নেই! অস্ত্র, টাকা পয়সা সব আছে। অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করা উচিত।'

ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা

ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আপাতত বাতিল হল চিকিৎসক তথা রাজনৈতিক নেতা শান্তনু সেনের ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন। আপাতত ২ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা থাকবে রেজিস্ট্রেশন, ফলে চিকিৎসক হিসেবে ২ বছর প্র্যাকটিস করতে পারবেন না শান্তনু সেন, এমনটাই জানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল।

দিনের পর দিন ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে মানুষের চিকিৎসা করছিলেন, এমনই অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা তথা চিকিৎসক শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায় জানান, ভুয়ো বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহারের সেই অভিযোগ প্রমাণিত

হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল'কে না জানিয়ে ওই ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। এদিকে এই অভিযোগ ওঠার পর শান্তনু সেন দাবি করেন, কাউন্সিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে তলব করেছে, কোথাও কোন ও অনিয়ম হয়নি। মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এফআরসিপি ডিগ্রি নিয়ে শান্তনুর সাফাই হল, এই ডিগ্রি সাম্মানিক, রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। কাউন্সিলের চিঠি পাওয়ার পর যথাযথভাবে আবেদন করে রেজিস্ট্রেশন নথিভুক্ত করার জন্য ১০ হাজার টাকা জমা করেছেন তিনি। সেই টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ শান্তনুর।

তৃণমূলের আর এক চিকিৎসক নেতা নির্মল মাজি এই প্রসঙ্গে জানান, শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করা ঠিক সিদ্ধান্ত। ওঁর আচরণের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

কসবা ল' কলেজের গভর্নিং বডির রেজিস্টার বুক বাজেয়াপ্ত পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা ল' কলেজের গভর্নিং বডির রেজিস্টার বুকও বাজেয়াপ্ত করল কলকাতা পুলিশ। বুধবার বিকেলে রেজিস্টার বুক বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনার আগে শেষ কবে গভর্নিং বডির বৈঠক হয়েছিল সেই মিটিংয়ে মনোজিতের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল কি না বা কারা কারা সেদিনের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। উল্লেখ্য গভর্নিং বডির সুপারিশেই চাকরি হয় মনোজিতের। এবার কসবা ধর্ষণকাণ্ডে সামনে এল আরও এক নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল নির্যাতিতার ফোন। গার্ড রুমের ভিতরেই ফোন কেড়ে নিয়েছিল মনোজিৎ। অভিযুক্তদের জেরাতেই উঠে এসেছে এই তথ্য। নির্যাতিতা যাতে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতেই ফোন কেড়ে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল তাকে। মনোজিৎ প্রায় নিশ্চিত ছিল ধর্ষণের ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করলেই মুখ বন্ধ রাখবেন নির্যাতিতা। পুলিশের কাছ থেকে এবারও পার পেয়ে যাওয়া নিয়ে কার্যত নিশ্চিত ছিল মনোজিৎ। কসবার ওই কলেজ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে কসবা থানা। কলকাতা পুলিশের সূত্রের খবর, মনোজিৎ তার কয়েকজন বন্ধুকে সেখানেও নজর রাখতে বলেছিল। দেখতে বলেছিল, যে নির্যাতিতা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যায় কি না।

ইউনিয়ন রুম বন্ধের নির্দেশে কোনও প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়বে না, জানালেন তৃণাঙ্কুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন রুম বন্ধ করতে হবে বৃহস্পতিবার এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। এর পাশাপাশি এ ব্যাপারে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে অবিলম্বে নোটিস জারি করারও নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। তবে আদালতের এই রায়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

এই প্রসঙ্গে তৃণাঙ্কুর জানান, তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভাবে অবগত নন। তবে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়, ইউনিয়ন রুমটা কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয় সেখানে। একটা কলেজে ঘটেছে মানে গোটা রাজ্যের প্রতিটি ইউনিউন রুমে হচ্ছে তা ঠিক নয়।

এর পাশাপাশি এদিন আদালত এও জানায়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কোথাও ইউনিয়ন রুম খোলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে তৃণাঙ্কুরের প্রতিক্রিয়া, 'আদালতের এই রায়ে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনও প্রভাব পড়বে না। কারণ, ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সঙ্গে আছে, ইউনিয়ন রুম খোলা থাকল কিনা, তাতে কিছু যায় আসে না।' এদিকে আগামী ৭ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। আর এখানেই তৃণাঙ্কুর আশা করছেন, সেদিন আদালত যাতে এমন কোনও সিদ্ধান্ত না নেয় যা ছাত্র বিরোধী হয়। গত ২৫ জুন কসবার আইন কলেজের ইউনিয়ন রুমে এক ছাত্রীকে আটকে রেখে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। সেই সূত্রে এই অভিযোগও সামনে আসে যে রাজ্যের একাধিক কলেজের ইউনিয়ন রুমে বহিরাগতদের আড্ডা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন।

মনোজিতের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ বহিষ্কৃত নেত্রী রাজন্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা কাণ্ডে ধৃত মনোজিৎ মিশ্রের বিরুদ্ধে এবার মুখ খুললেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেত্রী রাজন্যা হালদার। শুধু তাই নয়, মনোজিতের বিরুদ্ধে আনলেন বিস্ফোরক এক অভিযোগ। কসবার ঘটনার পর আরও এক পড়ুয়াও জানিয়েছেন, মনোজিৎ জোর করে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। এবার তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেত্রী রাজন্যা হালদার বক্তব্য সামনে আসায় তৃণমূলের তরফ থেকে মনোজিতকে না চেনার বা না জানার যে ঘটনা সামনে আনা হয়েছে তাতে তৈরি হল এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। রাজন্যা এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়েছেন, এআই দিয়ে তাঁর নগ্ন ছবি প্রথমে বানানো হয়। তারপর সেটি বিভিন্ন লোকজনের মোবাইলে পাঠিয়েও

দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজন্যার স্বামী প্রান্তিককে তাঁর জুনিয়ররা সেই ছবি পাঠিয়ে বিষয়টি জানায়। এই প্রসঙ্গে রাজন্যা এও জানান, 'কসবাকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের মোবাইলে আমার নগ্ন ছবি ছিল কি না জানি না। তবে উনি বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এআই দিয়ে আমার ন্যুড ছবি বানানো হয়। তারপর সেটিকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কসবাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তের মতো আমাদের এই তৃণমূল ছাত্র পরিষদে অনেকেই এমন আছে। তাই আমাদের নিজেদের ঘর আগে নিজেদেরই পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পরের ঘরের কথা চিন্তা করতে পারব।'

কসবার ল' কলেজে ধর্ষণের ঘটনার পাশাপাশি মনোজিতের বিরুদ্ধে বহু নারী নিগ্রহের অভিযোগ উঠছে। এই সব ঘটনা আগে সামনে আসেনি। তবে গত বুধবার কসবার একটি ল' কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে নাম জড়ায় তাঁর। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন অনেকেই।

কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে সোমবার পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নয়, জানাল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে আগামী সোমবার পর্যন্ত কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য। বৃহস্পতিবার এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর। প্রসঙ্গত, যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণীর দাবি, ২০১৩ সালে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্তিক মহারাজ তাঁকে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার চাণক্য এলাকায় এক আশ্রমের প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে শিক্ষিকার পদে

নিয়োগ করা হয়। স্কুলে থাকার জন্য তাঁকে একটি ঘরও দেওয়া হয়েছিল। সেখানে নাকি এক রাতে আচমকা মহারাজ হাজির হয়ে তাঁকে শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব দেন। যা বাধ্য হয়ে তা মেনে নিতে হয় অভিযোগকারিণীকে। এখানেই শেষ নয়, অভিযোগকারিণী এও জানান, দিনের পর দিন তাঁর উপর শারীরিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। এমনকী, তিনি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে জোর করে তাঁর গর্ভপাত করানো হয়।

এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে বঙ্গ রাজনীতি। শাসক ও বিরোধীর মধ্যে এই ইস্যুতে শুরু হয়েছে তরজাও। এদিকে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন কার্তিক মহারাজ।

নিম্নচাপ সরে গেলেও এখনই থামবে না ঝড়-বৃষ্টি, জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। তবে, রাজ্য থেকে সরে গিয়েছে নিম্নচাপ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতেও। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার কলকাতায় বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া এবং হুগলিতেও হতে পারে ভারী বৃষ্টি।

এরপর শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে দশ জেলায়। ওই দিনে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বাকি

অন্যান্য জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে রবিবার এই বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। রবিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও দেওয়া হয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শুক্রবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুরে। রবিবার জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বুধবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। এদিন শহরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭৭ শতাংশ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার কলকাতায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা বাড়বে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফের সাক্ষাতের আর্জি যোগ্য চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফের সাক্ষাতের আর্জি জানালেন গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি চাকরিহারা শিক্ষা কর্মীরা। সূত্রে খবর, এই আর্জি জানিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্নে এসে মুখ্যসচিবকে চিঠিও দেন আন্দোলনকারী শিক্ষাকর্মীরা। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, গত চার মাস ধরে কোনও বেতনই পাচ্ছেন না তাঁরা। ফলে আর্থিক সংকটের মুখে গ্রুপ সি, গ্রুপ-ডি র একাধিক চাকরিহারা শিক্ষা কর্মীর। আর সেই কারণেই পরীক্ষা না নিয়ে তাদের ফের নিয়োগের আর্জিও এদিন জানান তাঁরা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যোগ্য শিক্ষা কর্মীদের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবারেই নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে

নির্দিষ্ট কিছু কারণের জন্য অনুমতি না মেলায় মুখ্য সচিবের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষা কর্মী মঞ্চের সদস্যরা। মুখ্য সচিবের অফিসে জমাও দেন একটি চিঠি। প্রসঙ্গত, ৩ এপ্রিল সুপ্রিম রায়ে চাকরি হারায় শিক্ষাকর্মীরা। ১৭ এপ্রিল শীর্ষ আদালতের রায়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাকরি করতে পারলেও বঞ্চিত হন শিক্ষাকর্মীরা। তাদের ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রুপ-সি ২৫ হাজার ও গ্রুপ-ডি ২০ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা পাওয়ার কথা রাজ্য সরকার জানলে হাইকোর্টের রায়ে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

সম্পাদকীয়

লক্ষ্য দাদাগিরি, সার্কের বিকল্প গড়ার ফন্দি বেজিংয়ের, দোসর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

দ্যা সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন, সংক্ষেপে সার্ক। ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে তৈরি এক আন্তর্জিতিক মঞ্চ। কয়েক দশক আগে যা মূলত ভারতের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল। ভারত ছাড়া সার্কের সদস্য দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, মলদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা। পরবর্তীকালে যোগ দেয় আফগানিস্তান। নানা কারণে গত কয়েক দশকে সার্ক কার্যত নিষ্ক্রিয়। ২০১৪ সালে শেষবার সার্কের শীর্ষ সম্মেলন হয়। ২০১৬ সালে সার্কের আয়োজক দেশ ছিল পাকিস্তান। কিন্তু উরি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ওই অধিবেশন বয়কট করে। পরে বাংলাদেশ৷ আফগানিস্তানও সরে দাঁড়ায়। ফলে ভেস্তে যায় সার্কের শীর্ষ বৈঠক। তারপর সার্কের আরও কোনও শীর্ষ সম্মেলন হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আচমকা আসরে নেমেছে বেজিং। সার্কের বিকল্প জোট গড়তে তৎপরতা শুরু করেছে তাঁরা।দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে সার্কের মতো একটি গোষ্ঠী করার পথে হাঁটছে চীন এই উদ্যোগে তাদের দোসর হয়েছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।এতে কপালে ভাঁজ নয়াদিল্লির। কারণ সার্ক এই মুহূর্তে নিষ্ক্রিয়। তাই এই গোষ্ঠীর অবলুপ্তি করে নতুন সংগঠন তৈরির পথে তোড়জোড় করছে পাকিস্তান ও চিন। সংবাদমাধ্যম থেকে উঠে আসা খবর, গত ১৯ জুন চিনের কুনমিংয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেছে বেজিং, ইসলামাবাদ ও ঢাকার কর্তারা। তিন দেশেরই উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আঞ্চলিক স্তরে এই নতুন জোট করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। সার্কের সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে ওই জোটে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। যদিও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দাবি, এই ধরনের কোনও বৈঠক হয়নি। কিন্তু একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর, সার্ককে তুলে দিতে চাইছে চিন। কারণ, সার্কে নেই বেজিং। তাই চিন চাইছে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি সংগঠন তৈরি করতে যাতে যুক্ত থাকবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি।

শব্দবাণ-৩১৮

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বহর ২. জবাব দেওয়া ৫. পাঁচন-বাড়ি ৮. বন্ধুসমবায় ৯. শুষ্ক নারকেল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অগ্নি ৩. অশ্বারোহী সৈনিক ৪. বিদ্যুৎ, বিজলি ৬. যোগ ৭. মুখভাব,আকৃতি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৭

পাশাপাশি: ১. কুলিশপাত ৪.টই ৫. চেতনা ৭. খালাস ৯. বিয়ে ১১. কটাক্ষহোর।

উপর-নীচ: ১. কুচকুচে ২. শক্ত ৩. তটরেখা ৬. নালায়েক ৮. সরকার ১০. রুক্ষ।

জন্মদিন

আজকের দিন

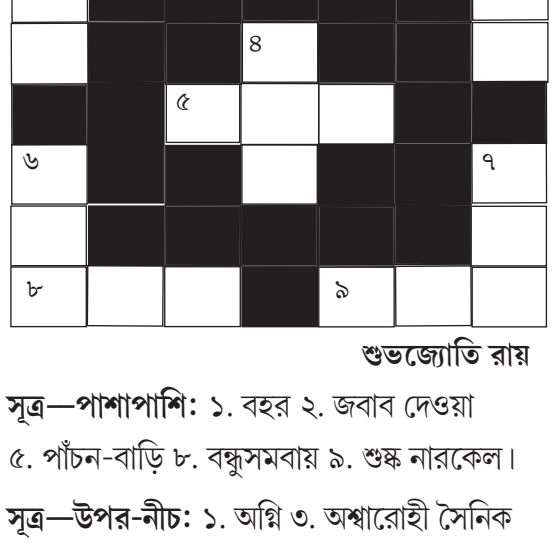

গুলজারিলাল নন্দ

১৮৯৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গুলজারিলাল নন্দর জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নীনা গুপ্তার জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তোশি সাবরির জন্মদিন।

বেলোয়ারি সৌহার্দ্যে এশিয়ার মাটি শান্ত হোক

সুবীর পাল

ভারতের ঠিক উত্তরাংশে রয়ে গেছে আরও একটি দেশ আফগানিস্তান। সেখানে শাসন করছে তালিবান সরকার। এই নিয়ে দ্বিতীয় স্পেলে রাজত্ব করছে তারা। আজকের আফগানিস্তানে নারী স্বাধীনতা তো চাতক পাখির জল চাওয়ার প্রার্থনার থেকেও করুণ অবস্থার। নারীদের উচ্চশিক্ষা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। মহিলাদের বাক স্বাধীনতার ন্যূনতম কোনও মর্যাদা নেই তালিবানের আফগানিস্তানে। ওই দেশের শেষ প্রেসিডেন্ট আসরাফ গনি ২০২১ সালে ১৫ আগস্ট তাজিকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে মার্কিন প্রশাসন তো আফগানিস্তানকে একপ্রকার গিফট হিসেবে দিয়ে তুলে দিয়েছিল তালিবানের হাতে। অতীত বলছে, কোনও না কোনও সময়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও রাশিয়া পৃথক পৃথক ভাবে এই তালিবানকেই নিজেদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আশা করি ইতিহাসের গোপন পাতায় এই সমর্থন মিলবে।

এশিয়ার ভাগ্যাকাশে আজ যে পোষ্য জঙ্গি হলো সিঁদুরে মেঘের একান্ত সঙ্গী।

হয়তো তাই আষাঢ়ের বর্ষণ আগমনে মনের চরাচরে কখন যেন এমনিতেই দখল করে নেয় রবিকবির কলম-শব্দ, 'যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে ঝঙ্কারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে।'

আবার এটাও যে মনাকাশে পরক্ষণে উঁকি দেয়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যদি এমনটা লিখতেন। আসলে এটাই যদি হতো, শুধু 'বাংলার' পরিবর্তে 'এশিয়ার' লিখতেন! ধরাই যাক বাক্যগুলো এরকম হলে, এশিয়ার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান;শিয়রে রোরুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান?

শুধু 'বাংলার' স্থানে 'এশিয়ার' শব্দটি স্রেফ প্যারোডি হিসেবে ব্যবহার করায় কি অদ্ভুত এক ভয়াবহ বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠলো, তাই না। হ্যাঁ এটাই যে আজকের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি এশিয়া। এক অশান্ত দগ্ধ এশিয়া। এক সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা এশিয়া। যেখানে শান্তির আশা কখন যে ফিনিক্স পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে। যেখানে রাষ্ট্রীয় সহবস্থানে সংযমে তীক্ষ্ণ অভাব ঘটেছে পুরো মাত্রায়। এ কোন এশিয়া? এ যে চির চেনা হয়েও আজ আমাদের কাছে খুব বেশি রকমের অচেনা এশিয়া। চারিদিকে যুদ্ধের সাইরেন বাজছে। গণতান্ত্রিক সরকার উচ্ছেদ হচ্ছে। নারীদের পড়াশোনায় ইতি টানা হচ্ছে প্রশাসনিক ইঙ্গিতে। অথচ এই এশিয়ায় মহাত্মা গান্ধী শান্তির আদর্শে ভারতের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করেছিলেন। অথচ এই এশিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিলেন। অথচ এই এশিয়ায় দলাই লামা তিব্বতী স্বশাসনের নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই এশিয়া আর এখনকার এশিয়া, এ যেন আন্তঃনাক্ষত্রিক দূরত্বের। স্বপ্ন শান্তির সঙ্গে দুঃস্বপ্ন অশান্তির।

এখনও একবছর পূর্ণ হতে মাস খানেক দেরি। এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশ বাংলাদেশ। উৎখাত হয়ে গেল সেখানকার একটা গণতান্ত্রিক সরকার। অথচ সাম্প্রতিক কালে এই দেশটির আর্থিক উন্নতি ঘটেছিল অতি জেট গতিতে। পোষাকের দুনিয়ায় বাংলাদেশ ছিল সারা বিশ্বের পথিকৃৎ। কি দোষ ছিল দেশটির? তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ তো এতো খারাপের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই চলছিল না যে একজন দুর্নীতি পরায়ন ছিয়াশি বছরের সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধের হাতে দেশটির দায়িত্ব সঁপে দিতে হবে। কি এমন অপরাধ ছিল শেখ হাসিনার? ইস্যু হলো বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। আমেরিকার সরকার চেয়েছিল ওই দ্বীপের প্রভুত্ব নিজের মুঠিতে করায়ত্ব করতে নিরঙ্কুশ পর্যায়ে। জো বাইডেনের এই সুখস্বপ্নের বিপক্ষে প্রাচীরের মতো ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে শেখ হাসিনা বৈশ্বিক শক্তির কাছে মাথা নত করার মতো বান্দা কোনদিন ছিলেন না। অগত্যা কি আর করার শেখ হাসিনা হঠাও ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়ে গেল হোয়াইট হাউসের চোরা দালানে। সেই মতো একটা মোক্ষম অজুহাত খুঁজে নেওয়া। কোটা বিরোধিতার সলতে লাগাও আগুন। পরিকল্পনা মতো আন্দোলনে নামিয়ে দাও যুবসমাজকে। প্রাথমিক অবস্থায়। আন্দোলন যখন জমে ক্ষীর তখন আসল গোখরো সাপ ন্যায় জামাতের নেতাকর্মীরা একযোগে মাঠে নেমে পড়লো এবং পুরো আন্দোলনটাই হাইজ্যাক করে নিল। দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আপাতত অবস্থায় অবসান হয়ে গেল সোনার বাংলায় শেখ হাসিনা যুগ।

এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের দেশ ইজরায়েল। এই ইজরায়েলকে ঘিরে শুধুই যুদ্ধের দামামা যতদিন যাচ্ছে ততই যেন উচ্চগ্রামে পৌঁছাচ্ছে। গাজার মাটি আজ চূর্ণবিচূর্ণ। ইরানের পরমাণু কেন্দ্র থেকে সামরিক সদর দফতর বর্তমানে ক্ষতবিক্ষত। বিশ্ব কম্যুনিস্ট তো আবার গাজা গাজা করে নিজেদের চোখের শেষ জলটুকুও ফেলতে বাকি রাখেনি। এখানে প্রশ্ন একটাই, ইজরায়েলের আত্ম অধিকার কি মর্যাদা পেতে পারে না? নিজেদের পিঠ বাঁচাতে প্রত্যাঘাত কি বিশ্বে ইজরায়েল একাই করে? 'স্থিতাবস্থা নয়, পুরোনো অধিকার', এটাই যদি বামপন্থার দাবি হয় ইজরায়েল ইস্যুতে তবে ভারতীয় বামেরা আবার বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে 'পুরোনো অধিকার নয়, স্থিতাবস্থায় ভরসা' নির্ভর উল্টো প্রচারে আত্মমগ্ন হয় কেন? এসবের উত্তর অবশ্য দ্বিতত্ত্বে বিশাসী যখন যেমন তখন তেমন কম্যুনিস্টরাই ভালো জানেন।

বর্তমানে ইজরায়েল ঘিরে যুদ্ধের যে সিঁদুরে মেঘ ঘনীভূত হয়েছে তার নেপথ্যের মূল কারিগর তো হামাস। মুসলিম ব্রাদারহুডের এটি একটি শাখা সংগঠন। সারা বিশ্ব হামাসকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে মেনে নিলেও তুরস্ক সহ দুই কম্যুনিস্ট দেশ চীন ও রাশিয়া আবার হামাসকে জঙ্গির তকমায় চিহ্নিত করতে নারাজ। বরং অতীতে এদেরকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য এই তিন দেশের নাম বারেবারে উঠে এসেছে। ইয়েমেনের হুথিরাই বা কারা? কেন আর কার মদতে হুথিরা ইয়েমেনের মাটিতে দাঁড়িয়ে লাগাতার ইজরায়েলের ভূমিকে অনেকটা আগ বাড়িয়ে রক্তাক্ত করে চলেছে আজও? জানি, এর সঠিক উত্তর দিতে গেলে বাম দুনিয়া মিথ্যাচারকেই বেছে নেবে।

এরই মধ্যে আবার ইজরায়েল ও গাজার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে নতুন বাঁক নিয়েছে। ইরানের আত্মপ্রকাশে। ইয়েমেন, সিরিয়ার জঙ্গিপনার বিষ সুকৌশলে ইজরায়েলের ব্লাড লাইনে ইনজেক্ট করে গেছে ইরান। কিন্তু দেশটা যে ইহুদির। তাদের ধমণীতে তো তোষণ কনিকাতো ধাঁতে সয় না। ফলে ইজরায়েল সরাসরি আক্রমণ করে বসে ইরানের আকাশে জঙ্গিগুরু আয়াতোল্লাহ খামেনেইয়ের দম্ভ নির্মূল করতে। ওদিকে তো ওঁত পেতে আবার প্রস্তুত ছিল যুদ্ধবাজ আমেরিকা। যারা জঙ্গি বিদ্ধ ভারতকে যুদ্ধ থামানোর নিদান দেয়, তারাই আবার ইজরায়েলের ঝোলো ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো অনেকটা যেচেই ইরানকে আমন্ত্রণ করে বসলো। সত্যি কি বিচিত্র বেণে মার্কিনের যুদ্ধ বাণিজ্যের দোকলা নীতি।

ভারতের ঠিক উত্তরাংশে রয়ে গেছে আরও একটি দেশ আফগানিস্তান। সেখানে শাসন করছে তালিবান সরকার। এই নিয়ে দ্বিতীয় স্পেলে রাজত্ব করছে তারা। আজকের আফগানিস্তানে নারী স্বাধীনতা তো চাতক পাখির জল চাওয়ার প্রার্থনার থেকেও করুণ অবস্থার। নারীদের উচ্চশিক্ষা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। মহিলাদের বাক স্বাধীনতার নূন্যতম কোনও মর্যাদা নেই তালিবানের আফগানিস্তানে। ওই দেশের শেষ প্রেসিডেন্ট আসরাফ গনি ২০২১ সালে ১৫ আগস্ট তাজিকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে মার্কিন প্রশাসন তো আফগানিস্তানকে একপ্রকার গিফট হিসেবে দিয়ে তুলে দিয়েছিল তালিবানের হাতে। অতীত বলছে, কোনও না কোনও সময়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও রাশিয়া পৃথক পৃথক ভাবে এই তালিবানকেই নিজেদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আশাকরি ইতিহাসের গোপন পাতায় এই সমর্থন মিলবে।

২০১৬ সালে উড়িতে হামলা। ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় আক্রমণ। ২০২৩ সালে পহেলগাঁওতে হত্যালীলা। ভারতের পাহাড় কন্যা কাশ্মীরের অঙ্গে অঙ্গে। আর কত? আর কতদিন? ভারত তো কখনও শান্তির বিরুদ্ধে নয়। তাহলে কেন ভারত মাতার শরীরে দগদগে লালচে দাগ টেনে দেবার বারবার টেন্ডার নিয়ে বসেছে পাকিস্তানের বুকে জড়িয়ে থাকা জঙ্গি সংগঠনগুলো। অবশ্য এদের তো আবার ঘুরে ফিরে আদিকালের মেন্টর সেই অস্ত্রবিক্রেতা আমেরিকা। মার্কিন যে আদতে মায়ের ঘরের মাসী আবার বাবার ঘরের পিসি। যেমনটি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে থাকেন, ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের জঙ্গিপনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না।' আবার অন্য পোড়িয়ামে তাঁরই অপর মন্তব্য, 'পাকিস্থানকে ঋণ মঞ্জুর করে বিশ্বব্যাঙ্ক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

এসবই কিন্তু এশিয়া মহাদেশের মধ্যেই যাবতীয় অশান্তির ট্রাপিজ খেলার সুক্ষ্ম অঙ্গ মাত্র। বাংলাদেশের জামাতদের আসল পরিচয়ই বা কি, ইজরায়েলের উপর অযাচিত আক্রমণকারী হামাস ও হুথি আসলে কারা, নারীর মর্যাদা হননকারী আফগানিস্তানের চলতি শাসক তালিবানদের প্রকৃত পেসমেকার কে বা কারা, ভারতের কাশ্মীরে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িত পাকিস্তানের আশ্রিত জয়িশ-ই-মহম্মদের নেপথ্যে কাদের হাত লুকানো রয়েছে সত্যতার আস্তিনে? মুখে শান্তির প্রতিশ্রুতি অথচ ইরানের তিন পরমাণু কেন্দ্রে মার্কিনের রণ-মস্তানি, এশিয়ার বুকে ডলার দাদা আদতে চায়টা কি?

সত্যিটা বরাবরই অপ্রিয়ই হয়। এশিয়ার নানা প্রান্তে শান্তি নষ্ট শুধু হয়নি আজকের নিত্য রুটিনে, এই মহাদেশে লাগাতার ধর্ষিত হয়ে চলেছে মানবতা সমৃদ্ধ সহবস্থানের বহমান সুদূরপ্রসারী দৃষ্টান্তগুলো। সম্মুখে দাবার ঘুঁটি হিসেবে রয়ে গেছে জঙ্গিবাদ। বিশেষ সম্প্রদায়ের সিংহভাগ কায়েমী উপস্থিতি। আর এই জঙ্গিবাদের তামাকে লুকিয়ে সমানে চুরুট টেনে চলেছে তিন মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন। একটি রাষ্ট্র দক্ষিণপন্থী দেশ। অপর দুটি কম্যুনিস্ট শাসিত ভূখণ্ড। আসলে এশিয়ার অস্থিরতায় রক্ষিত রয়ে গেছে তাদের আসল মুনাফা, তাদের গোপন শ্রীবৃদ্ধি, তাদের প্রার্থিত স্বার্থরক্ষা। কথায় বলে, জঙ্গীদের কোনও ধর্ম হয় না। ভুল ভুল। তাদেরও ধর্ম আছে। অন্যের খামারের খাবার খাবে আর বুনো অন্ধ ষাঁড় যেমনটি নিরীহ গরুর উপর অকথ্য বলপ্রয়োগ করবে যখন তখন এবং অপরের সাজানো ফসল নষ্ট করবে মন-মর্জি মতো, এমন পশু জাতীয় ধর্মই তো জঙ্গি সংগঠনগুলোর চয়েজ নাম্বার ওয়ান। অন্তত খেলা হবে খেলা হবে জঙ্গির এশীয় গেমসের অ্যাস্ট্রোটার্ফে।

তবু কায়মনোবাক্যে একটাই কামনার, এশিয়ার মাটি আবার শান্ত হোক। 'যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন, শেষ হয়ে গেছে সব।' স্রেফ এইটুকু আওয়াজ থাক না, 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই', ক্ষতি কি!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি মঞ্চে বিধায়ককে থাবড়ানোর হুমকি জেলা তৃণমূল মুখপাত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভার ভরা মঞ্চে বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ককে থাবড়ানোর হুমকি। তেড়ে এলেন বিধায়কের দিকে। হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আশিস কুন্ডুর বিরুদ্ধে। আঙুল নামিয়ে কথা বলুন পাল্টা তৃণমূলের মুখপাত্রকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিধায়ক সমর মুখার্জি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে একুশে জুলাইয়ের এই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে। যেখানে রাজ্যের মন্ত্রী থেকে একাধিক বিধায়ক এবং তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আর এই ভরা মঞ্চেই রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়কে এমনই হুমকি দেন তৃনমূল কংগ্রেস জেলার মুখপাত্র আশিস কুন্ডুর। এই বিষয়ে আশিস কুন্ডু সংবাদ মাধ্যমের সামনে অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি। তবে নতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জির সাফ কথা, 'যা ঘটেছে সম্পূর্ণটাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে জানাব।'

উল্লেখ্য, এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেই মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে একুশে জুলাইকে ঘিরে মেঘা প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক থেকে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনরা। মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকদের ভিড়ে উপচে পড়েছিল। যখন মঞ্চে তৃণমূল নেতা তথা চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বক্তব্য রাখছিলেন, সেই সময় আচমকায় দলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুন্ডুর সঙ্গে বিধায়ক সমর মুখার্জির কথা কাটাকাটি হয়। তখনই বিধায়ককে থাপড়ানোর হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠে দলের জেলার মুখপাত্রের বিরুদ্ধে। আর এমন ঘটনার ছবি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই মালদায় তৃমূল রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এদিকে এই বিষয়ে জেলা শীর্ষ নেতৃত্বে কিছু না-বললেও তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, একজন প্রবীণ বিধায়ক যাঁকে মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, তাঁকে প্রকাশ্যে এই ধরনের কথা বলা কখনই কাম্য নয়। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি। তিনি বলেন, এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি, নতুন কিছুই নয়।

গোরুপাচার রুখতেই বিএসএফের ওপর হামলা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের

পালটা জওয়ানদের গুলিতে হত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার হবিবপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গোরু পাচার রুখতে গিয়ে বিএসএফের ওপর হামলা চালাল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। পাল্টা দুষ্কৃতীদের হামলা প্রতিরোধ করতে তিন রাউন্ড গুলি ছুড়তে হয় বিএসএফকে। আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে একজনের, তিনি বাংলাদেশি চোরাকারবারি বলে দাবি। বুধবার রাত দুটো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার জাজইল গ্রাম পঞ্চায়েতের আগ্রা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে।

যে এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে প্রায় ৩০০ মিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই বলেই বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়েই গোরু ও মহিষ পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল ওপারের দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। আর সেই পাচার রুখতে গিয়েই এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার সকালে মৃত বাংলাদেশির দেহ হবিবপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে বিএসএফের ৮৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। পাশাপাশি এই পাচারচক্রের ঘটনায় দু'টি মহিষ উদ্ধার করেছে বিএসএফ। সেটিও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বাংলাদেশি চোরাকারবারির নাম ইব্রাহিম শেখ (৩৮)। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তপুর এলাকায়। হবিবপুরের আগ্রা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২২৮ নম্বর পিলারের অংশের প্রায় ৩০০ মিটার কাঁটাতারের বেড়া নেই। ওই সীমান্ত এলাকাটি উন্মুক্ত হওয়ায় চোরাকারবারিদের একটা বড় অংশ গোরু পাচারের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিগত দিনে এই এলাকাতেও বিএসএফ চোরাকারবারিদের অপরাধমূলক কাজ রুখে দিয়েছে।

এদিন রাত দুটো নাগাদ সাত থেকে আট জন সশস্ত্র বাংলাদেশি চোরাকারবারি ওই সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে দু'টি মহিষ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। রাতে টহলদারি চালাবার সময় বিষয়টি নজরে আসে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের। এরপরই কয়েকজন জওয়ান চোরাকারবারিদের সতর্ক করে। কিন্তু বাংলাদেশী দুষ্কৃতীদের দলটি আচমকায় বিএসএফকে লক্ষ্য করে হাঁসুয়া, বল্লম ছুঁড়ে। এমনকি ইট ছোঁড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের ৩ রাউন্ড গুলি ছুড়তে হয়। তাতে এক বাংলাদেশি চোরাকারবারি মৃত্যু হয়।

হবিবপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই সীমান্ত এলাকায় আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে এপার সীমান্তের কোনও দুষ্কৃতী চক্র জড়িত রয়েছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুগলের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সীতারাম বাগান এলাকার একটি বাড়িতে গত ছয় বছর ধরে ভাড়া থাকতেন মনীশ ও অপর্ণা। হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভার একটি বাড়ি থেকে বুধবার গভীর রাতে উদ্ধার হল যুগলের রক্তাক্ত দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের নাম মনীশ ভাদুড়ি (৩৫) ও অপর্ণা মাঝি (৩২)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বুধবার রাত তিনটে নাগাদ তাঁরা ওই বাড়ি থেকে চিৎকার শুনতে পান। তাঁরা ওই বাড়িতে গিয়ে দেখেন, মনীশ ও অপর্ণা রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানে পড়ে রয়েছেন এবং ছটফট করছেন। প্রতিবেশীরাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ পরে তাঁদের মৃত্যু হয়। প্রতিবেশীরা জানান, মনীশ স্থানীয় একটি কারখানায় কাজ করতেন এবং অপর্ণা পরিচারিকার কাজ করতেন। ওই ভাড়াবাড়িতে একসঙ্গেই থাকতেন তাঁরা। দু'জনেই সকালে কাজে বেরিয়ে যেতেন। মনীশ নেশা করতেন। তা নিয়ে অপর্ণার সঙ্গে মাঝেমধ্যে অশান্তি হত। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, বুধবারও তেমন ঝামেলা হয়। সেই সময় ধারালো কোনও কিছু দিয়ে তাঁরা একে অন্যকে আঘাত করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করে চন্দননগর থানার পুলিশ।

ফের আগ্নেয়াস্ত্র কারখানার হদিশ ডোমকলে, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমকল: ফের আগ্নেয়াস্ত্র কারখানার হদিশ মিলল ডোমকলে। ডোমকল থানার পুলিশ ও এসওজি (স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ) স্পেশাল বুধবার ডোমকল থানার গরাইমারি এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করল প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ-সহ অস্ত্র তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর কাঁচামাল, গান পাউডার। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সিরাজ মণ্ডল। বাড়ি ডোমকল থানার নিশিন্তাপুর। তদন্ত পুলিশ জানতে পেরেছে এই গ্রামেই অস্ত্র তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হতো। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল, চারটি পাইপগান, বারোটি আনফিনিসড ফাইপগান, ১০ রাউন্ড ৩০৩ কার্তুজ, প্রচুর যন্ত্রপাতি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৪০ হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট। প্রচুর গান পাউডার উদ্ধার হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ বলেন, ধৃতকে বৃহস্পতিবার ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতে আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হচ্ছে। ঘটনায় আর কেউ জড়িত কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাড়িটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

বসত বাড়ির আড়ালে গোপনে চলছিল অস্ত্র তৈরির কারখানা। বিহারের মুঙ্গের মডেলের অস্ত্র তৈরি হত এই বাড়িতেই। কিছু পাচার করা হত বাংলাদেশে। কিছু এই দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হত। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে কাঁচামাল বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেই আসত। এখানকার তৈরি পিস্তল মাত্র ১০-১২ হাজার টাকায় বিক্রি হত। ৩০৩ কার্তুজ ৮০-১০০ টাকায় মিলত। জালনোট উদ্ধার হওয়ায় পুলিশের অনুমান জাল নোটের বিনিময়ে অস্ত্র কাঁটাতার পার হয়ে বাংলাদেশ যেত। গ্রামের ভিতর এভাবে অস্ত্র তৈরির কারখানা চলার গজটনা,সামনে আসতেই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ওই বাড়িতে মাঝে মধ্যেই অপরিচিত লোকের আনাগোনা ছিল। তারা যে অস্ত্র কিনতে আসত, সে বিষয়ে এখন নিশ্চিত গ্রামবাসী।

মাসখানেই আগেই ডোমকলে অস্ত্র কারখানার হদিশ পেয়েছিল পুলিশ। সেবারও প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র কাঁচামাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ফের গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে গরাইমারি এলাকায় অভিযাম চালায় পুলিশ। অভিযানে সাফল্যও আসে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডোমকলে একের পর এক অস্ত্র কারখানার হদিশ মেলায় জেলা পুলিশ মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এখানকার তৈরি অস্ত্র কোথায় কোথায় যেত এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মরিয়া পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

৪০০ জনকে খাবার বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তরপাড়া পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে বাঘাযতীন ক্লাব প্রাঙ্গণে হুগলির উত্তরপাড়া মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ৪০০ জনকে দেওয়া হল গরিব মানুষদের রুটি, সবজি, মিষ্টি, বিস্কুট, কেক। ১০ বছর ধরে চলছে এই কর্মসূচি। জানা গেল, মাসে একবার করে গরিব মানুষদের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয় খাবার। এছাড়া সারাবছর বস্ত্র বিতরণ, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্যশিবির, ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে মাখলা ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাঙ্কের সম্পাদক তপন ঘোষ জানালেন, 'আমরা সারাবছর নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকি।' বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানালেন, 'আমরা সারাবছরই কর্মসূচি করি। আগামী দিনেও করে যাব আমরা।' উপস্থিত ছিলেন সদস্যবৃন্দ।

তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক। অভিযোগ, বুধবার বিকেল নাগাদ এক তরুণী টিউশন পড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর শীলতাহানির চেষ্টা করে এক যুবক। ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে সাঁকরাইল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম রমেশ দিগার (৩০)। তিনি সাঁকরাইলের বহড়াদাঁড়ি গ্রামের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

নোটিশ

মি. আর. ই. রাসেল এবং প্রয়াত মিসেস অনিমা গুপ্ত পিনাক কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির প্রোমোটার সদস্য ছিলেন। তবে, গত ১২ বছর ধরে তারা কোনও সাধারণ সভা বা সোসাইটির কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেননি। প্রধান প্রোমোটার নিবন্ধিত চিঠি এবং ব্যক্তিগত তদন্তের মাধ্যমে বাববার চেষ্টা করার পরেও, মি. রাসেলের অবস্থান অজানা রয়ে গেছে এবং প্রয়াত মিসেস অনিমা গুপ্তের আইনি উত্তরাধিকারীদের সাথে কোনও যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, সোসাইটি এই পাবলিক নোটিশ জারি করছে যাতে মি. আর. ই. রাসেল (অথবা আইনি উত্তরাধিকারী) এবং মিসেস অনিমা গুপ্তের আইনি উত্তরাধিকারীদের এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ফোন, বার্তা বা ইমেলের মাধ্যমে (নীচে দেওয়া হয়েছে) প্রধান প্রোমোটার ড. ইন্দ্রনীল বসুর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে সাড়া না দেওয়াকে সোসাইটির সাথে তাদের সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার প্রতি অনীহা হিসেবে গণ্য করা হবে। এই ক্ষেত্রে, সোসাইটি তাদের সদস্যপদ বাতিল করতে এবং তাদের জায়গায় নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারের জমাকৃত টাকা আলাদাভাবে একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং বৈধ দাবি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পরে মিঃ রাসেল (অথবা আইনি উত্তরাধিকারী) এবং প্রয়াত মিসেস অনিমা গুপ্তের আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছে প্রদান করা হবে।

মোবাইল ঃ +৯১ ৯৮৩০০ ৬২৫৫২
ইমেল ঃ indraneelbasu1@gmail.com

শালিমার ওয়ারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

Shalimar

CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩
ফোন : ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স - ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল আইডি : secretarial@shalimarwires.com
ওয়েবসাইট : www.shalimarwires.com

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার ১ আগস্ট, ২০২৫, সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা সাধারণ সার্কুলার, সর্বশেষটি ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং সেবি কর্তৃক জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFDPOD-2/P/CIR/ 2024/133 তারিখের ৩ অক্টোবর, ২০২৪ ("সেবি সার্কুলার") সংস্থান অধীনে।

এজিএম নোটিশ এবং ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যগণের ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস নিকট নথিভুক্ত রয়েছে এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www. shalimarwires.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখান থেকেও পাওয়া যাবে। এজিএম-এর নোটিশ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট www. evoting.nsdl.com থেকেও পাওয়া যাবে।

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যগণকে যাদের সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ ২৫ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত শেয়ার অধিকার করেন রিমোর্ট ই-ভোটিং সুবিধাদি ('রিমোর্ট ই-ভোটিং') প্রদান করবে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি সম্পাদনের জন্য ভোট প্রদানের মাধ্যমে। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধাদি প্রদান করবে ('ই-ভোটিং')। রিমোর্ট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এজিএম চলাকালীন ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার বিস্তারিত এজিএম নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অনতিবিলম্বে আপনাদের নিকট পাঠানো হবে। সদস্যগণকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী পালন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com দেখার জন্য।

যে সকল সদস্য নথিতথ্যের আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং কোম্পানি/ডিপোজিটরির নিকট ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/তালিকাভুক্ত করেননি তারা ২৯তম এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে পারবেন এবং/বা তারা ২৯তম এজিএম, ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে যোগ দিয়ে সুবিধা পাবেন ইভোটিং সহ নিম্নোক্ত নথিগুলির স্ক্যান করা কপি ইমেল মারফত কোম্পানি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে mdpldc@yahoo.com তে অনুরোধ পাঠিয়ে।

ক) একটি স্বাক্ষরযুক্ত আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ পত্র প্রেরণ
খ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্যান কার্ডের এবং
গ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি নথির (আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট) কোম্পানির নিকট নথিভুক্ত ঠিকানা প্রত্যয়কারী নথি হিসেবে

যে সকল সদস্য নথির আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা কোম্পানির নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে প্যান, কেওয়াইসি, নমিনেশন বিস্তারিত, নিম্নোক্ত ফর্ম দাখিল করে মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটা মেটিকস প্রা. লি., কোম্পানির আরটিএ, তাদের ঠিকানা ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ইমেল mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইট www.mdpl.in তে অনুরোধ পাঠিয়ে আপডেট করতে হবে।

ক) ফর্ম আইএসআর - ১ : প্যান/কেওয়াইসি, ব্যাঙ্ক বিস্তারিত অথবা পরিবর্তন/আপডেশন-এর অনুরোধ
খ) ফর্ম আইএসআর - ২ : ব্যাঙ্ক কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর স্বীকৃতি প্রদান
গ) ফর্ম আইএসআর - ৩ : নমিনেশন নির্ধারন বিকল্পের ঘোষণা
ঘ) ফর্ম এসএইচ - ১৩ : নমিনেশন ফর্ম
ঙ) ফর্ম এসএইচ - ১৪ : নমিনেশন পরিবর্তন
চ) ফর্ম এসএইচ - ১৪ এবং আইএসআর-৩ : নমিনেশন বাতিল

উক্ত ফর্মগুলি আরটিএ ওয়েবসাইট www.mdpl.in থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।

সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত দ্রষ্টব্যগুলি বিশেষভাবে পড়তে এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশাবলী জানতে, রিমোর্ট ই-ভোটিং/ভোট প্রদান এজিএম চলাকালীন পদ্ধতি জানতে। অনুগ্রহ করে অন্য কোনও সহায়তার জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার/সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্টে লিখিত অনুরোধ পাঠান।

শালিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লি.এর পক্ষে
স্বা/-
এস. কে. কেজরিওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ জুলাই ২০২৫

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) মেসার্স গুপ্তা এন্টারপ্রাইজেস, ঠিকানা : ১৩৬, কানাইনাটশাল, সেন্ট জেভিয়ারস রোড, বর্ধমান, থানা : পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান -৭১৩১০৩। খ) স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা : ১) শ্রী সুশান্ত গুপ্তা, পিতা প্রয়াত সুরেন্দ্র নাথ গুপ্তা এবং ২) শ্রীমতি মৌমিতা গুপ্তা, স্বামী শ্রী সুশান্ত গুপ্তা, উভয়ের ঠিকানা : ১৩৬, কানাইনাটশাল, সেন্ট জেভিয়ারস রোড, বর্ধমান, থানা : পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান -৭১৩১০৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এবং তদস্থিত সম্পূর্ণ দোতলা ভবন, শ্রীমতি মৌমিতা গুপ্তার নামে, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৩৬, কানাইনাটশাল পশ্চিম, থানা : বর্ধমান, মৌজা : বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, বর্ধমান পুরসভা অধীন, আরএস খতিয়ান নং ৫৬৮, আরএস দাগ নং ১২৮০, এবং এলআর খতিয়ান নং ৭১৮,এলআর দাগ নং ৩০৮৯, প্লট নং ৪৬৭২, শ্রেণি-বাস্তু, এরিয়া ১৬২৭ বর্গফুট (.০৩৭ একর), উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-৩৪৯২ তারিখ ২৯.০৫.২০০০। (পিএস : সারফেসি আইনের ১৩/৪ সংস্থান অধীনে পূর্বের ইস্যু করা সকল নোটিশ বাতিল/প্রত্যাহৃত)	ক) ০২.০৭.২০২৫ খ) ১৫.১০.২০২৪ গ) ২,১৩,০৫,৬৩৬.০০ টাকা (দুই কোটি তেরো লাখ পাঁচ হাজার ছশো ছত্রিশ টাকা) টাকা ১৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে শুল্ক এবং আইনি আদায়যোগ্য বকেয়া (মোট বকেয়া সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী ২,১১,২৮,০১৮.০০ টাকা এবং পরবর্তীতে আদায়ীকৃত ২৫,১৩,০৫০.০০ টাকা সামঞ্জস্য করার পর)

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ - ০২.০৭.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি, বর্ধমান

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে এসে জরিমানা নিয়েই ফিরল কর্পোরেশনের বিশেষ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ৯৮ কোটি টাকার ফাইনের বদলে ২০ লক্ষ টাকাতেই আপাতত রফদফা হল অবৈধ নির্মাণের কাজ। বৃহস্পতিবার জামুড়িয়ার ইকড়া শিল্প তালুকের একটি বেসরকারি কারখানায় এমনই বিষয় লক্ষ্য করা গেল।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আসানসোল কর্পোরেশনের শিল্পতালুকে মোট ১৭টি কারখানার সঙ্গে এই কারখানাতেও অবৈধ ভাবে বেশ বিস্তীর্ণ অংশ নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়। জামুড়িয়ার সাত নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এই কারখানাটিতে প্রায় ৩৭ হাজার স্কোয়ার ফিট এলাকায় অবৈধ ভাবে নির্মাণ কাজ হয়েছে বলেই দাবি করে আসানসোল কর্পোরেশন। সেইমতো কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৯৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করা হয়। এই বিষয় জানতে পেরেই কারখানা কর্তৃপক্ষ আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়রের দ্বারস্থ হয়। একই ভাবে আদালতের কাছেও এই বিষয়কে বিবেচনা করার দাবি জানান।

পরবর্তীতে এই প্রসঙ্গে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না-হওয়ায় দীর্ঘদিন ধামাচাপা পড়ে থাকে। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, ২ জুলাই কারখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্য কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করলে, কর্পোরেশনের তরফে তাদের নাকি ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়। যদিও তার আগেই এবার এই অবৈধ নির্মাণ ভাঙার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও দমকল বিভাগের টিমের উপস্থিতিতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যান কর্পোরেশনের বাস্তুকারের বিশেষ দল। শেষমেষ ৯৮ কোটি টাকার জরিমানার বদলে কুড়ি লক্ষ টাকা বর্তমানে জরিমানা ধার্য করে সাময়িক স্বস্তি দেওয়া হয় কারখানা কর্তৃপক্ষকে।

জানা গিয়েছে, আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ১৭টি কারখানায় এভাবে অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে, তাদের নোটিশ করা হয়েছে। আগামীতে সেই সকল কারখানাগুলোতেও অভিযান চালানো হবে। অভিযানে যাওয়া সদস্যরা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে কুড়ি লক্ষ টাকা আরটিজিএস করে দেওয়া হয়েছে তাদের সাত দিন সময়সীমা দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে তারা কী পদক্ষেপ নেয় সেটাই এখন দেখার।

নামে ৫৬ পদ, সংখ্যা প্রায় আড়াইশোর বেশি

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

নামে ৫৬ পদের সংখ্যা সেটি আড়াইশোর বেশি। আর এভাবেই মাসির বাড়িতে মহানন্দে দিন কাটছে জগন্নাথ দেবের। মায়াপুরে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানির জন্য অস্থায়ী গুন্ডিচা তৈরি করা হয়েছে।

বাঙালি ডাল-ভাত-সবজি-ভাজা-ফলমূল-পিঠেপুলি-পায়েস- মিষ্টি থেকে শুরু করে চাউমিন, পাস্তা, দইবড়া থেকে অসংখ্য মেনু তৈরি হচ্ছে জগন্নাথ দেবের জন্য। প্রতিদিন ভোর চারটে থেকে শতাধিক রান্নার লোক ও তাঁর সহযোগী মিলে জগন্নাথের ভোগ তৈরিতে ব্যস্ত। আর সেই জগন্নাথের প্রসাদ পাচ্ছেন হাজার হাজার ভক্ত। রথের পরদিন থেকে শুরু করে উলটো রথ পর্যন্ত এভাবেই রকমারি পদে খাওয়া-দাওয়া করে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানি ফিরে যাবেন নিজগৃহে।

ইসকন ভক্তরা তাঁদের বাড়ি থেকে অসংখ্য পদ তৈরি করে নিয়ে আসেন জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে। আর প্রতিদিন তিন বেলা করে সেই ভোগ নিবেদন করা হয়, জগন্নাথের অস্থায়ী গুণ্ডিচা মন্দিরে। আর এই জগন্নাথের প্রসাদ পেতে দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত সমবেত হন মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, রথের দিন থেকে উলটো রথ পর্যন্ত মহানন্দে কাটে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানির। ইসকনের পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে জগন্নাথের জন্য তৈরি হয়েছে অস্থায়ী গুন্ডিচা। সেখানেই তাদের বিভিন্ন প্রকারা অসংখ্য মেনুতে ভোগরাগ নিবেদন করা হচ্ছে। উলটো রথ পর্যন্ত এভাবেই শত শত পদে ভোগ পেয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে ফিরে যাবেন। যে কটি দিন জগন্নাথ দেব মাসির বাড়িতে থাকেন, সে কটা দিন তাঁর যাতে কোনও রকম ত্রুটি না-হয় সেদিকেই নজর রাখেন ইসকনের ভক্তরা।

SBI এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী শাখা (৬৪২২০)

বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী,
জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫ ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রীমতী মন্দিরা ভট্টাচার্য, মোবাইল - ৬২৯৬৯৩০২৬৪ ই-মেল আইডি -sbi.64220@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২৩.০৭.২০২৫ সময় ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	শ্রী সঞ্জীব বিশ্বাস পিতা সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত নীলকান্ত বিশ্বাস সাকিন- শ্যামনগর নবপল্লি , পো : পূর্ব বিদ্যাধরপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬ এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা : শ্রী দীপেন সরকার পিতা প্রয়াত আশানন্দ সরকার, সাহিরপাড়া, দক্ষিণ পল্লি মোড়, পো : অবন্তিপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক, জেএল নং ১৫, মৌজা : চকমূলাজোড়, তৌজি নং ৬৫৫, আরএস খতিয়ান নং ২৯, আরএস দাগ নং ২২৪, ওয়ার্ড নং ২৯, ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, এডিএসআরও -নৈহাটি, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬১, পৃষ্ঠা ১৫৭ থেকে ১৬৬। বিক্রয় দলিল নং ৩০৩৫-১৯৯৭ সালের। সম্পত্তি (জমির প্লট) চৌহদ্দি : উত্তরে : যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাস এর সম্পত্তি, দক্ষিণে: অবনী বিশ্বাস এবং বাদল বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : মোতিলাল বিশ্বাস এর সম্পত্তি। সম্পত্তি শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এর নামে।	১০,৪৮,০৬৬.০০ টাকা (দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছেষট্টি টাকা) ২৯.০১.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	২০,২১,৪০০ টাকা / ২,০২,১৪০ টাকা / ১০,০০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৭.২০২৫

দখলের ধরন : স্বত্ব

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন
• ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫
স্থান- কল্যাণী এইচএলসি
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর

কোড নং : ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল)
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)

A/C No. :- 42547232993 (HBL) & 42547266467 (Suraksha Loan)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ, পিতা দিলীপ কুমার অধিকারী ঠিকানা - পূর্ব বঙ্কিম পল্লী, মধ্যমগ্রাম (এম) কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা পিন - ৭০০১২৯** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৮,১৬,৪৬৮.০০ টাকা (আঠাশ লাখ যোলো হাজার চারশ আটষট্টি টাকা) (এইচবিএল অ্যাকাউন্ট নং ৪২৫৪৭২৩২৯৯৩) টাকা ১,৭৮,৫৬২.০০ টাকা (সুরক্ষা অ্যাকাউন্ট নং ৪২৫৪৭২৬৬৪৬৭ - মোট ২৯,৯৫,০৩০.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার তিরিশ টাকা) ২৩.০৪.২০২৫** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং শুল্ক সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ জুলাই ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর নিকট বকেয়া **২৯,৯৫,০৩০.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার তিরিশ টাকা) ২৩.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং শুল্ক ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দলিল নং ১-১৩৭৯-২০২৪ সালের।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ এবং এরিয়া ৩ কাঠা ৫ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং ৫০০ বর্গফুট আর টি শেড নির্মাণ সিমেন্টের মেঝে সহ , খতিয়ান নং ৯৪২, জমিদারি খতিয়ান নং ২২০স কা খা ঘা এলআর দাগ নং ২২৭৫/৩২৮০, এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৮, মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং ১৪৮, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ১৬১, রামকৃষ্ণ গড় রোড, পো অফিস : ইটালগাছা, থানা : দমদম, কলকাতা : ৭০০০৭৯, স্থানীয় দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক এবং খোকন পালের প্লট ; দক্ষিণে : সমীর রায়ের প্লট ; পূর্বে : শিবনাথ পালের প্লট ; পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।
ফ্ল্যাটের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, ২য়তলে, উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ কার্পেট এরিয়া ৬৭৪ .১৬ বর্গফুট কমবেশি সমপরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গ ফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ লিভিং রুম তথা ডাইনিং রুম, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি উক্ত ভবনে অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ১৬১, রামকৃষ্ণ গড় রোড, কলকাতা : ৭০০০৭৯, ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দমদম , জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত জমির অংশ, সকালের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্রথম তপশিল উল্লিখিত মতে। ফ্ল্যাটের মেঝে টাইল/মার্বেল সহ, ফ্ল্যাট নতুন এবং লিফট সুবিধা সহ।

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০২.০৭.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধাননগর

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি ঘিরে মন্ত্রীকে 'গো ব্যাক' স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: ২১ জুলাইয়ের সমাবেশকে সামনে রেখে সভাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর বিধানসভার মালডাঙা এলাকায় তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও মন্তেশ্বরের বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। ১০ জুলাইয়ের মধ্যে দল ব্যবস্থা না-নিলে দল ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানোর পর সাংবাদিকদের কাছে জানালেন সিদ্দিকুল্লা চৌধরী। তিনি বলেন, বাম জামানায় এমন অবস্থায় তাঁকে কোনও দিন পড়তে হয়নি। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, দলেরই একাংশের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েই এবার বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তিনি।

৮ ও ৯ জুলাই দু'জায়গায় দু'টি সভা রয়েছে। সেই সভা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মন্ত্রী। তখনই তিনি স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রীকে কালো পতাকা ও ঝাঁটা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন। তাঁকে 'চিটিংবাজ' এবং 'ধাপ্পাবাজ' বলেও কটাক্ষ করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত চার বছর ধরে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এলাকায় আসেননি এবং তিনি একজন 'ভোট পাখি'। তাঁদের দাবি, শুধুমাত্র নির্বাচনের সময়ই মন্ত্রীর দেখা মেলে।

এই অভিযোগের জবাবে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী জানান, যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁরা তাঁর দলের কেউ নন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বিক্ষোভকারীদের ভাড়া করে আনা হয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ, এই ঘটনায় মন্তেশ্বর ও মালডাঙায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। তাদেরই দলের লোকেরা মন্ত্রীর ওপর ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে মন্তেশ্বরে মন্ত্রীর গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমানের মন্তেশ্বর ও মালডাঙা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে। রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে কালো পতাকা দেখানো এবং 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার পর তাঁর গাড়িতে ও কনভয়ে হামলা চালানো হয়। মন্ত্রী কুলুট গ্রাম থেকে বর্ধমানের এসপি অফিসে অভিযোগ জানাতে যাচ্ছিলেন। সেই পথেই মালডাঙা ও মন্তেশ্বরে মন্ত্রীর গাড়িতে এবং তাঁর পিছনে থাকা কনভয়ে হামলা চালান তৃণমূল কর্মীদেরই একাংশ। এই হামলায় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গে থাকা বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ভুয়ো ইডি অফিসারের সঙ্গে বিধায়ক ও মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা, টুইট শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: নিউটাউনের গোপন আস্তানা থেকে গ্রেপ্তার ভুয়ো ইডি জিন্নার আলির বিরুদ্ধে এবার আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল।

স্থানীয়দের দাবি, শাসকদলের এক বিধায়কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল জিন্নারের। বিধায়কের গাড়িতেই নাকি ঘুরতেন এই ভুয়ো ইডি অফিসার। এমনকি বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বাড়িতেও আনাগোনা ছিল। সরাসরি না-বললেও ঘনিষ্ঠ বিধায়ক যে জামালপুরের অলোক কুমার মাঝি তা মনে করছেন সকলেই। সম্প্রতি শেখ জিন্নার আলি ও অলোক কুমার মাঝির বেশ কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। তবে এই বিষয়ে বিধায়ক অলোক কুমার মাঝির কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সামগ্রিক বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে সেই ছবি পোস্ট করে তৃণমূলকে একহাত নেয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বালি চুরি, কয়লা চুরি, গোরু পাচার, চাকরি বিক্রি, ধর্ষণ, খুন, ভোটলুঠ এত সব গুণের পরে এবার নতুন সংযোজন, নকল ইডি অফিসার সেজে প্রতারণার জাল বিছিয়ে ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা আদায়। এগুলো তোলামূলের দ্বারাই সম্ভব। প্রতারক শেখ জিন্নার আলি, নকল ইডি অফিসার সেজে কোটি কোটি টাকা আদায় করেছে। কিন্তু সামান্য এই ব্যক্তি এত সাহস পায় কী করে? সাহস দেয় তোলামূল সরকার এবং তোলামূল মন্ত্রী, বিধায়কগণ। ওঁদের হাত মাথায় থাকলে কসবা ল' কলেজের মনোজিতের মতো সবকিছুই করা যায়।' তিনি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ও বিধায়কদের সাথে শেখ জিন্না আলীর কিছু ছবি শেয়ার করলাম। ইডির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব এই সকল ব্যক্তিদের হেপাজতে নিয়ে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য।'

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার সৎ বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নাবালিকা ছাত্রীকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ সৎ বাবার বিরুদ্ধে। পকসো আইনে গ্রেপ্তার সৎ বাবা বছর বত্রিশের মিন্টু পাড়ুই। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাড়োয়া থানার। ধৃত মিন্টুকে বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে নাবালিকা ছাত্রীর মেডিক্যাল পরীক্ষা বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে হয়। অন্যদিকে আদালতে তার জবানবন্দি নেন ম্যাজিস্ট্রেট। স্বামীর যাতে কঠোর শাস্তি হয় তাঁর দাবি জানিয়েছেন স্ত্রী ও মেয়ে। বিয়ের একবছর পরেই স্ত্রী ছেড়ে চলে যাওয়ায় বিবাহ বিচ্ছিন্না এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর একটি কন্যাসন্তান ছিল। দীর্ঘদিন ধরে মিন্টু পাড়ুই বিবাহিত স্ত্রী ও তাঁর কন্যাকে নিয়ে সংসার করতেন। এর মধ্যেই স্ত্রী বাইরে বেরনোর সুযোগে তাঁর কন্যাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। এমনকি এই কথা বাইরে বেরলে তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। বেশ কয়েকবার তার বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পুরো বিষয়টা তার মাকে বলে। মা নির্যাতিতাকে নিয়ে গিয়ে সোজা হাড়োয়া থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

২১ জুলাইয়ের সমর্থনে মহামিছিল ও জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত এলাকায় গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে মহামিছিল ও জনসভা।

১৯৯৩ সালের কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং মার্চ ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আয়োজিত একটি প্রতিবাদ সমাবেশ, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধ্যতামূলক ছবিযুক্ত ভোটার আইডি কার্ড প্রবর্তনের দাবিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিক্ষোভের লক্ষ্য ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারকে অস্থিতিশীল করে তোলা। এই বিক্ষোভে, যা সহিংসতা এবং পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে ১৩ জনের মৃত্যু হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়। ১৯৯৩ সালের সমাবেশের প্রধান আয়োজকরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর সমাবেশের দায়িত্ব নেয় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। সেদিনের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। শহিদ দিবসের দিন যে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

এদিন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে পায়ে পা মেলান প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি তৃণমূল কর্মী সমর্থক। সঙ্গে ছিলেন গোগলা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল বাগদি, অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের এই মিছিলের শেষে একটা সভা হয় বনগ্রাম হাটতলায়। এদিন এই সভায় বিজেপি ছেড়ে বিজেপির শক্তি প্রমুখ বিশ্বনাথ বাউরি সহ মোট ৪০টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিলেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দিলেন পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এদিন গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, আজকে তাঁদের অভিভাবক ২১ জুলাইয়ের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের কর্মীদের আগামী ২৬-এর ভোটে দলের প্রত্যেক কর্মীর জন্য পথ নির্দেশ করেন।

তীব্র যানজটে স্তব্ধ ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: বুধবার রাত থেকে তীব্র যানজটে স্তব্ধ হয়ে পড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফারাক্কা ব্যারেজের রাস্তা থেকে গাড়ির লাইন নতুন ডাকবাংলা মোড় পর্যন্ত আছড়ে পড়েছে। যত সময় যাচ্ছে জট কাটার পরিবর্তে গাড়ির লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। যানজটে আটকে সমস্যায় পড়েছেন বাসযাত্রী থেকে শুরু করে পণ্যবাহী গাড়ির চালকরা। চালকদের কেউ বুধবার রাত থেকে, কেউ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আটকে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, আট-দশ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় তাঁরা না-খেয়েই কাটাচ্ছেন। এমনকী পানীয় জলও মিলছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন। সময় যত গড়াচ্ছে, চালকদের ক্ষোভ তত বাড়ছে। ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে জাতীয় সড়কে নেমেছে। ফরাক্কায় রাস্তা খারাপের কারণেই গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছে। আর তার জেরেই ব্যারেজের দু'দিকে যানজট বাড়ছে বলেই প্রশাসন সূত্রে খবর। এদিন বিকেলে যানজট নতুন ডাকবাংলা মোড় থেকে সুতিতে এসে ঠেকেছে। জাতীয় সড়কের প্রায় আট কিমি গাড়ির লাইন। ফরাক্কা ব্যারেজের ওপারে যানজট মালদার দিক পর্যন্ত এগোচ্ছে। এক চালক সোহরব সাহেব বলেন, 'কখন যানজট কাটবে জানি না। খাবার পাচ্ছি না। পানীয় জলও মিলছে না।' কলকাতা থেকে আসার পথে নতুন ডাকবাংলা মোড়ে সকাল ৫টা থেকে লরিতে আটকে রয়েছেন শিবচন্দ্র মাহাতো। তিনি বলেন, 'চরম সমস্যায় পড়েছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত যানজট কাটবে বলে মনে হচ্ছে না।' শয়ে শয়ে গ্যাসের গাড়ি আটকে রয়েছে। যানজট দ্রুত না-কাটলে উত্তরবঙ্গে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন।

২১ জুলাই কর্মসূচির প্রচারে মহিলা তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব পরতিবেদন, কোতুলপুর: বিষ্ণুপুর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাই উপলক্ষে দেওয়াল লিখন অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিষ্ণুপুর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিকের নেতৃত্বে মহিলারা বৃহস্পতিবার দেয়াল লিখ নটি করেন, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার কোতুলপুর ব্লকের মির্জাপুর অঞ্চলের রায়বাগ্নি এলাকায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই দেওয়াল লিখ নটি অনুষ্ঠিত হয়, তৃণমূল কংগ্রেসের একুশে জুলাই সামনেই, এই একুশে জুলাই কে সামনে রেখে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিকের নেতৃত্বে, এদিন মহিলারা দেওয়াল লিখন করেন, সকাল থেকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাই উপলক্ষে একাধিক দেওয়াল লেখেন মহিলারা নিজের হাতে।

উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক ছাড়াও একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলারা। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক বলেন, '২১ জুলাই ১৩ জন কলকাতার বুকে শহিদ হয়েছিল। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতেই আমরা ওই দিন ধর্মতলা যাব। নারী স্বশক্তিকরণ, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করছেন।' তাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মহিলা তৃণমূলের সব কর্মীরা ওই সভায় থাকবেন বলে তিনি জানান।

শিল্পী স্বপন দত্তকে আশীর্বাদ পূর্ণচন্দ্র দাস বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিশ্বখ্যাত বাউল সম্রাট পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত পুত্রসন্তান তুল্য শিষ্য খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউলের নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে-বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় বাউল গানের মাধ্যমে সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পথে পথে ঘুরতে দেখেশুনে মুগ্ধ। তিনি স্বপন দত্ত বাউলকে আশীর্বাদ করেন, শুভেচ্ছা জানান।

স্বপন দত্ত বাউলের মাথায় হাত রেখে বলেন, 'তুমি সঠিক পথেই চলছ, জীবনে অনেক বড় হও মানুষের জন্য সমাজের জন্য তোমার এই বাউল গানে নিঃস্বার্থ কাজ মানুষ মনে রাখবে আমি আশাবাদী বিশ্ব জগৎ তোমায় চিনবে। কারণ স্বপন দত্ত বাউল, তুমি তো কিছু পাওয়ার জন্য নেওয়ার জন্য বাউল গানকে ব্যবহার করছ না, তুমি শুধুমাত্র জনকল্যাণে সমাজ, মানুষকে রক্ষা করতে, মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুলতে, সমাজের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুসংস্কার কুপ্রথাকে দূর করতে, শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করতে বাউল গানের মাধ্যমে মানুষের দরজায় দরজায় পথে পথে ঘুরছ। এটা সমগ্র বাউল সমাজের কাছে তোমার নিজের উদ্যোগে প্রচেষ্টা এক অমূল্য রত্নধন প্রাপ্তি। স্বপন বাউল ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার মাথার ওপর আছে, বাংলাদেশ কুষ্টিয়ায় লালন মাজারে পাশে বসে লালন ফকিরকে গান শুনিয়ে আশীর্বাদ পেয়েছ শুনলাম, ঠিক তেমনই তুমি আমার পুত্রতুল্য এক নিষ্ঠ ভক্ত শিষ্য আমিও তোমায় আশীর্বাদ করি এইভাবেই সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে সারাজীবন তুমি বাউল গানের মাধ্যমে মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুলে সমাজকে সচেতন করে তোলো। তোমার নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানের মাধ্যমে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা সমগ্র বাউল সমাজকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছে ও করবে। একদিন তুমি জগত মাঝারে মানুষের হৃদয় কমলে ঠিক জায়গা পাবে।'

প্লাস্টিক বর্জনে সমাজকে অভিনব বার্তা কন্যাশ্রী ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সমাজকে সচেতন করতে প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে বাঁকুড়া জেলা ইন্দাস ব্লকের আকুই ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ছাত্রীদের এক অভিনব উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেল।

জানা যায়, আকুল ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ছাত্রীরা এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের মধ্যে একটি মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্লাস্টিক বর্জন কী ভাবে করা যেতে পারে। সিদ্ধান্তে উঠে আসে বিদ্যালয়ের যত ছাত্রছাত্রী আছে আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে তাদের অভিভাবকদের যে সমস্ত পুরনো জামাকাপড় রয়েছে সেই জামাকাপড় তারা সংগ্রহ করবে এবং কন্যাশ্রী প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত টাকা থেকে সবাই কিছু করে দিয়ে কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করে তা স্কুলের ছাত্রদের প্রদান করা হবে।

এই মোতাবেক ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাড়িতে পড়ে থাকা জামাকাপড় সংগ্রহ করে বিদ্যালয় জমা করে সেই জামাকাপড় স্থানীয় এক ট্রেলারে দিয়ে আসা হয় ব্যাগ

তৈরির জন্য। এমনকি যা কিছু খরচ হয় এই কর্মকাণ্ডের সমস্ত টাকাটাই ছাত্রীরা তারা তাদের কন্যাশ্রী প্রকল্প থেকে পাওয়া টাকা ব্যয় করে আজ সেই ত্যাগ সংগ্রহ করে প্লাস্টিক বর্জন দিবসে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে তুলে দিলেন বিদ্যালয়েরই কন্যাশ্রী ছাত্রীরা। পাশাপাশি তাঁরা সমাজকে সচেতন করলেন প্লাস্টিক থেকে কী ভাবে দূরে সরে থাকতে হয়।

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ:- নাম: উর্মি সেন, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭২৯৬১৬

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) ও ৮(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) ও রুল ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২২.০৭.২০২৫ (ক্র নং. ১ থেকে ৯)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৬.০৮.২০২৫ (ক্র নং. ১০)
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ১৫.০৭.২০২৫ (ক্র নং. ১ থেকে ৯), এবং ৩০.০৭.২০২৫ (ক্র নং. ১০), সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা

ইচ্ছুক দরদাতারা জমি এবং বিল্ডিংয়ের সঙ্গে প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি একসাথে দরপত্র জমা দিতে পারবেন।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকীকৃত/ হাইপোথিকেটেড/ চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার দখল **সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, **২২.০৭.২০২৫ তারিখ (ক্র নং. ১ থেকে ৯) এবং ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ (ক্র নং. ১০)**, সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা -তে বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং- ০১ [রুল ৯(১) ও ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সুরক্ষিত ঋণদাতার **৯,৪১,০০,০০০.০০ টাকা** পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে **মেসার্স শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড, ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর এর নাম - ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) অসীম কুমার মিত্র এবং কর্পোরেট গ্যারান্টর- মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লিমিটেড** -এর কাছ থেকে।
রিজার্ভ মূল্য: ৩,৩০,০০,০০০.০০ টাকা [(ক) ৩.০৬ কোটি টাকা + (খ) ২৪.০০ লক্ষ টাকা]
ইএমডি: ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা [(ক) ৩০.৬০ লক্ষ টাকা + (খ) ২.৪০ লক্ষ টাকা]
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ক) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি. ঠিকানা গ্রাম/পো- শ্রীহর, জেলা - বাঁকুড়া, থানা - কোতুলপুর, মৌজা - শ্রীহর, জেএল নং ১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫ এবং ৩৮৯, আরএস প্লট নং ৫২৭৯, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩, ৫২৮৪, ৫২৮৬, ৫২৮৭, ৫২৮৮, ৫২৮৯, ৫২৯০, ৫২৯১, ৫২৯২, ৫২৯৩, ৫২৯৪, ৫৩০৬, ৫২৮১/৫৫১৬, ৫২৮১/৫৫১৭, ৫২৮১/৫৫১৮ এবং ৫৫৮৩/৫৫১৯ দলিল নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭, ৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫৪, ৫৯৬০, ৫৯৬১-এর জমি এবং ভবন সম্পদ বিক্রয়। সম্পত্তি শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.-এর নামে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান/১৯৯৩ সালের আরডিএফবিআই আইনের সংস্থান অধীনে। মোট জমির এরিয়া ১.৫১ একর।
খ) শ্রীশ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.-এর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সম্পদ বিক্রয় ঠিকানা গ্রাম/পো - শ্রীহর, জেলা - বাঁকুড়া- ৭২২১৬১, সংশ্লিষ্ট ঠিকানাস্থিত ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান/১৯৯৩ সালের আরডিএফবিআই আইনের সংস্থান অধীনে।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি : SBIN200005473765 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০২ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সুরক্ষিত ঋণদাতার **৬,১৯,২১,৯৮৮.০০ টাকা** পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে **মেসার্স সম্রাট রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর-** মিহির কান্তি হাজরা, **ডিরেক্টর-** সম্রাট হাজরা, **ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর** ১) মৌসুমী হাজরা, স্বামী- মিহির কান্তি হাজরা ২) উদয় চাঁদ চৌধুরী পিতা- প্রয়াত শৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী, ৩) মালা রানী চৌধুরী,স্বামী- উদয় চাঁদ চৌধুরী।
রিজার্ভ মূল্য: ৬৬,০০,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ৬,৬০,০০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এবং ভবন মেসার্স সম্রাট রাইস মিল প্রা লি অবস্থিত ভান্ডারডিহি, বর্ধমান, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬৯৮-১৯৯৯ সালের এবং ১-২৬৯৯-১৯৯৯ সালের, জেএল নং ১১৪, খতিয়ান নং ১৭৫৬, প্লট নং ২৬১০, মোট এরিয়া -১.০১ একর, মৌজা : ভান্ডারডিহি, বন্ডুল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪২৬। **সম্পত্তি মেসার্স সম্রাট রাইস মিল প্রা লি এর নামে।**
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN100001308371 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৩ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
১৪.০২.২০২৩ অনুযায়ী ২৩,০৪,১৯৭.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ চার হাজার একশো সাতানব্বই টাকা মাত্র) + এর উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **রাকিব এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- মহঃ সাইফুদ্দিন মন্ডল,** পিতা- আব্দুল জলিল মন্ডল -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য: ২৯,৪৪,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ২,৯৪,৪০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০.০৬ একর এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন, মৌজা কাচপালা জেএল নং ১৩, আরএস দাগ নং ১৪৭২, এলআর দাগ নং ১৫৯২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪০, খতিয়ান নং ১১৪৮, ওয়ার্ড নং ২০, সতীস্থান গ্রামপঞ্চায়েত অধীন **দলিল নং আই-০৬০৩০১৯২১ তারিখ ১৯.০৪.২০১৭** থানা দাদপুর, জেলা - হুগলি, পিন নং ৭১২১৪৯ পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি মহ. সইফউদ্দিন মন্ডলের নামে।**
চৌহদ্দি - উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক দক্ষিণে : বাঁশবাগান পূর্বে : অন্যান্যর ভবন পশ্চিমে : অন্যান্যর ভবন।
দ্রষ্টব্য ১ : এসএ নং ১৭৬/২০২৩ দাখিলকৃত ডিআরটি - ১, কলকাতা সমীপে কিন্তু স্থগিতাদেশ নেই।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN100082045 | গঠনমূলক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৪ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সুরক্ষিত ঋণদাতার ০২.০৪.২০২৪ **অনুযায়ী ২০,২২,০৯১.৫২ টাকা (কুড়ি লক্ষ বাইশ হাজার একানব্বই টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র)** বকেয়া পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে **শ্রী ললিত কুমার মন্ডল,** পিতা- বিজয় মন্ডল এর কাছ থেকে।
রিজার্ভ মূল্য: ২০,৫৩,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ২,০৫,৩০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তির মালিকের নাম : ললিত কুমার মন্ডল
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পরিমাণ ১১০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ , ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, দ্বিতীয় তলে ব্লক বি - জি-৪ তলা ভবনে লিফট সুবিধা সহ অবস্থিত মকরারি মৌরাসি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ৯ কাঠা এবং ৬ ছটাক আরএস দাগ নং ৬২২৩ এলআর দাগ নং ২২৬০৩ আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা - বালি, থানা - নিশ্চিন্দা (বালি) জেলা - হাওড়া, বালি গ্রামপঞ্চায়েত অধীন জেলা সাব রেজিস্ট্রার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার হাওড়ায় অবস্থিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমি যথাযথ ভাগ অংশ ভবনের চাতাল সকল সুবিধা পরিষেবা পথ ব্যবহারের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট দক্ষিণে : খোলা জায়গা পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
দ্রষ্টব্য ১ : এসএ নং ৪০৬/২০২৩ দাখিলকৃত ডিআরটি - ১, কলকাতা সমীপে কিন্তু স্থগিতাদেশ নেই।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN1000101904 | গঠনমূলক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৫ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২৭.০৯.২০২১ অনুযায়ী ৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা + এর উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতি প্রীতি সাহা** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য: ৯,৩০,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ৯৩,০০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ফ্ল্যাট নং সি-৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ) একতলায় প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট উত্তর দিকে হোল্ডিং নং ২৭৭, ডিসিআর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পুরসভা অধীন, পো. এবং থানা চন্দননগর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২১৩৬ মৌজা - চন্দননগর জেএল নং ১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির শ্রেণি - বাস্তু।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN200050284317 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৬ [রুল ৯(১) ও ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
১৬.০৩.২০২০ অনুযায়ী ৮৬,৮২,০০০.০০ টাকা বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড এবং অংশীদার/জামিনদাররা হলেন- ১. শ্রী কালীকৃষ্ণ দে, ২. প্রয়াত লীলা দে-এর আইনি উত্তরাধিকারী দেবরাজ দে, ৩. প্রয়াত লীলা দে-এর আইনি উত্তরাধিকারী বর্ণালী দে** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
সংরক্ষিত মূল্য: সম্পত্তি নং ১) ১,৩০,৯৬,০০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি নং ২) ২৮,৬৯,০০০.০০ টাকা
ইএমডি: সম্পত্তি নং ১) ১৩,০৯,৬০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি নং ২) ২,৮৬,৯০০.০০ টাকা
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১) গ্রাম- চকনেত্র, পোস্ট- মাইগ্রাছত্র, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৬০২ তে মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এর কারখানার জমি, শেড এবং বিল্ডিং
(ক) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১০৩ **দলিল নং ৪২৩৯/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৫৫ একর।**
(খ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১২৭/১, **দলিল নং ৪২৪০/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১০ একর।**
(গ) প্লট নং ২২৪, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৭৪, এম.এস. খতিয়ান নং ১১৬,১১৮, **দলিল নং ৪২৪১/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৫ একর।**
(ঘ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১৪৩, **দলিল নং ৪২৪২/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৭২ একর।**
(ঙ) প্লট নং ২২৩, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ১২, এম.এস. খতিয়ান নং ০২, **দলিল নং ৪৩০৬/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৪ একর।**
মোট জমি-১.৬৬ একর।
সম্পত্তি নং ২) কারখানা প্রেমিসেসে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি।
দ্রষ্টব্য ১ : এসএ নং ৬৩/২০১৬ দাখিলকৃত ডিআরটি - ১, কলকাতা সমীপে কিন্তু স্থগিতাদেশ নেই।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি : SBIN10003089088 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৭ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
১৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী ১৮,১৬,৫০৪.০০ টাকা + এর উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **১. লিলি দে (মৃত ঋণগ্রহীতা সুবল দে-এর আইনি উত্তরাধিকারী) এবং ২. শুভঙ্কর দে (মৃত ঋণগ্রহীতা সুবক দে -এর আইনি উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধিত্ব করেছেন এম.এন.জি.)** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য: ২৩,৭১,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ২,৩৭,১০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১, পরিমাণ কম বেশি ১০২২.৪ (এক হাজার বাইশ দশমিক চার) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দোতলায় উত্তর পূর্ব দিকে মার্বেল মেঝে লিফট ব্যতীত জোন নাম কোতরং পুরসভা হোল্ডিং (হোল্ডিং অবস্থিত মেন রোড) ভবন নির্মিত উক্ত সম্পত্তির উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা হোল্ডিং নং ২১৩/১ বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট পো - ভদ্রকালী, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৩২ এবং অবিভক্ত জমি যথাযথ ভাগ অংশ ফিটিংস ফিক্সচার এবং সকলের ব্যবহারিক সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার অন্যান্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের অংশ প্রদান সাপেক্ষে, চৌহদ্দি । **সম্পত্তি শ্রী সুবল দে-এর নামে,** উল্লেখ্য দলিল নং আই/৬৬৮ - ২০১৯ সালের।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN100712232 | গঠনমূলক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৮ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২৩.০৭.২০২৪ অনুযায়ী ১৪,১৩,৪৫৫.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ তেরো হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মন্ময় মিশ্র,** পিতা- যুগল কৃষ্ণ মিশ্র -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য: ১০,০৬,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ১,০০,৬০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-১, আশিয়ানা অ্যাপার্টমেন্ট দক্ষিণ পূর্ব মুখী পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৩০৩.২৮ বর্গফুট এবং ৩৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি, ১ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ টয়লেট, ৪র্থ তলে, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা এবং অন্যান্য অধিকার ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ২৭ রাধা গোবিন্দ নগর রোড, ওয়ার্ড নং ৪, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, পো-হিন্দমোটর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৩৫
সম্পত্তি শ্রী মনময় মিশ্র-এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০০৪৪০-২০১৯ সালের ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৬৭৫১-১৬৭৮৭ নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর উত্তরপাড়া জেলা - হুগলি।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং সি২, দক্ষিণে : সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা পশ্চিমে : সিঁড়ি এবং লিফট পূর্বে : সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN1000460852 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৯ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী ৩১,৩৮,৪৯৩.০০ টাকা + এর উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **শ্রী বলদেব সিং,** পিতা কুলদীপ সিং এবং **শ্রীমতী চরণজিৎ কৌর,** স্বামী- বলদেব সিং -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য: ২৯,০১,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ২,৯০,১০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নব নির্মিত বসবাসের ফ্ল্যাট টাইলসের মেঝে ফ্ল্যাট নং ৪বি, অবস্থিত ৫ম তলে নবনির্মিত বসবাসের তথা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স (বি-জি-৪) শ্যাম প্লাজা ব্লক এ নামে জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৩২২, ৩২৩ এবং ৩৩৬ আরএস খতিয়ান নং ৪৪৪ এবং ৪৪৫, পরিমাণ এরিয়া ৯ কাঠা ২ ছটাক বাস্তু জমি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩১৪ বর্গফুট টাইলসের মেঝে ঢাকা এরিয়া ৯২০ বর্গফুট সংশ্লিষ্ট ফিটিং এবং ফিক্সচার সহ এবং একটি কার পার্কিং এরিয়া পরিমাণ ১৩৫ বর্গফুট বেসমেন্টে, শ্যাম প্লাজা ব্লক এ ঠিকানা ভগৎ সিং মোড়, রঞ্জিত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে জিটি রোড, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৪। সম্পত্তি শ্রী বলদেব সিং এবং শ্রীমতী চরণজিৎ কাউর-এর নামে। উল্লেখ্য দলিল নং ১/৩৫২৯-২০২০ সালের। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জিটি রোড দক্ষিণে : আরএস প্লট নং ৩৩৬, পূর্বে : আরএস প্লট নং ৩২৪, পশ্চিমে আর এস প্লট নং ৩১৮।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN100713301 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ১০ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২১.০৯.২০২৪ অনুযায়ী ২৫,৪১,৭৬৫.৩৪ টাকা বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স সাহা মেডিকেল স্বত্বাধিকারী- অরিন্দম সাহা, পিতা-প্রয়াত নিমাই চন্দ্র সাহা** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য: ২২,৩২,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ২,২৩,২০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তির মালিকের নাম অরিন্দম সাহা দলিল নং ১-১০৫৯/২০০২
শপ রুম নং ৭ একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১২৮ বর্গফুট সকলের ব্যবহারের এলাকা এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির চাতালে চারতলা (জি+৩) ভবনের নাম উদয়ন অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত ৭৪৩/এ কবি ভরতচন্দ্র রোড (ইস্ট) থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলি, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন আরএস দাগ নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগ নং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯, মৌজা - চন্দননগর জেএল নং ১, সিট নং ২২, থানা - চন্দননগর অধীন।
সম্পত্তির মালিকের নাম অরিন্দম সাহা দলিল নং ১-১০৬০/২০০২
শপ রুম নং ৮ একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১৩৫ বর্গফুট সকলের ব্যবহারের এলাকা এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির চাতালে চারতলা (জি+৩) ভবনের নাম উদয়ন অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত ৭৪৩/এ কবি ভরতচন্দ্র রোড (ইস্ট) থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলি, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন আরএস দাগ নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগ নং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯, মৌজা - চন্দননগর জেএল নং ১, সিট নং ২২, থানা - চন্দননগর অধীন।
দ্রষ্টব্য ১ : এসএ নং ২১৭/২০২৪ দাখিলকৃত ডিআরটি - ১, কলকাতা সমীপে কিন্তু স্থগিতাদেশ নেই।
যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি: SBIN1481700598 | গঠনমূলক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক- https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com দেখুন ।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: ০৪.০৭.২০২৫
স্থান: বর্ধমান
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

প্রচলিত নিয়ম মেনেই হবে দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাই

চিনকে পরোক্ষে বার্তা দিয়ে ঘোষণা রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: প্রচলিত নিয়ম মেনে বৌদ্ধ ধর্মগুরু চতুর্দশ দলাই লামার উত্তরসূরিকে বেছে নেওয়া হবে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বর্তমান দলাই লামাই। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

আগামী ৬ জুলাই ৯০ বছরে পা দেবেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা। তার আগেই হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় বসে তিনি তাঁর উত্তরসূরি মনোনীত করতে পারেন বলে জল্পনা রয়েছে। এই আবহেই চিনের শি জিনপিঙের সরকার হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, বেজিঙের অনুমোদন ছাড়া পঞ্চদশ দলাই লামার মনোনয়ন হবে না! স্বেচ্ছানির্বাসিত বৌদ্ধ ধর্মগুরু অবশ্য বলেছেন, 'পরবর্তী দলাই লামার মনোনয়নের দায়িত্ব গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্টের। এই প্রক্রিয়ায় বাইরের কাউকেই হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না।'

উল্লেখ্য, প্রয়াণের পরে তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন তা নিয়ে বুধবারই মুখ খুলেছিলেন দলাই লামা। কিন্তু তিব্বতি ধর্মগুরুকে হুঁশিয়ারি দিয়ে চিন জানিয়েছিল পঞ্চদশ দলাই লামার মনোনয়নের জন্য তাদের অনুমোদন লাগবে। এবার এই বিষয়ে মুখ খুলল ভারত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু পরিষ্কার জানালেন, নির্ধারিত ট্রাস্টই বাছবে দলাই লামার উত্তরসূরি। অন্য কারও তা করার অধিকার নেই।

বিহারে আসন্ন নির্বাচনে একাই লড়বে আপ

পাটনা, ৩ জুলাই: বিহারের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাত, গোয়া, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, অসমের পর এবার বিহারের রাজনীতিতে পা রাখছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইন্ডিয়া জোটের শরিক হিসাবে নয়, বিহারে আপ লড়বে একাই।

বুধবার গুজরাতের গান্ধিনগরে সাংবাদিক বৈঠক করে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'আমরা বিহারের আসন্ন নির্বাচনে লড়তে চলেছি। কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কোনও জোট নেই।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেজরিওয়াল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ইন্ডিয়া জোট যেটা তৈরি হয়েছিল, সেটা ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের জন্য তৈরি হয়েছিল। আপ আর সেই জোটে নেই। যদিও আপের বিহার অভিযানের ঘোষণায় ইতিমধ্যেই কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির এক মুখপাত্র বলেন, 'বিহারী এবং পূর্বাঞ্চলীয়রা ইতিমধ্যেই দিল্লির নির্বাচনে কেজরিওয়ালের মাথা মুড়িয়ে দিয়েছেন। কেজরিওয়াল বিহারে এলেই বুঝবেন, রাজনৈতিকভাবে তাঁর কোনও গুরুত্ব নেই।'

চলতি বছরের শুরুতে দিল্লির নির্বাচনে আপ বড়সড় ধাক্কা খাওয়ার পর দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পঞ্জাব ও গুজরাতের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয় আপের জন্য নতুন উদ্যমের কাজ করেছে। ফের দেশজুড়ে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন আপ সুপ্রিমো।

হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩, নিখোঁজ অনেকে

ধরমশালা, ৩ জুলাই: একের পর এক মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান এবং ভূমিধসে নাজেহাল হিমাচল প্রদেশ। মঙ্গলবার থেকে সেখানে ১১ বার মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে! বৃহস্পতিবার সকালে আরও কয়েক জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩। বহু মানুষ নিখোঁজ।

ভারী বৃষ্টির জেরে রাজ্যে ২৬১টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে ১৮৬টিই মান্ডি জেলায়। ৫৯৯টি ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে গিয়েছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগও। সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন, টানা দুর্যোগে ১৫০টিরও বেশি বাড়ি, ১০৪টি গবাদি পশুর খোঁয়াড়, ১৪টি সেতু এবং বেশ কয়েকটি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ট্রাম্পের 'সুন্দর বিল'-এ কাটল জট, অপেক্ষা চূড়ান্ত ভোটাভুটির

ওয়াশিংটন, ৩ জুলাই: রাতভর আলোচনার পর অবশেষে মার্কিন পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর সংস্কার এবং অভিবাসন সংক্রান্ত বিলের জট কাটল। ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির মধ্যেই মতবিরোধ সত্ত্বেও প্রসিডিউরাল ভোটে ২১৯-২১৩ ব্যবধানে বিলের সবুজ সঙ্কেত মিলেছে। বৃহস্পতিবারই বিলের উপর চূড়ান্ত ভোটাভুটি হয়।

ট্রাম্পের এই 'বড় ও সুন্দর' বিলটি চলতি সপ্তাহেই অনুমোদন করেছিল মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেট। দ্বিতীয় দফায় বিলটি কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ তথা 'হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস'-এ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। বুধবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) রাতভর এই বিল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার পর প্রসিডিউরাল ভোট হয়।

মঙ্গলবার সেনেটে ভোটাভুটির মাধ্যমে অনুমোদন পেয়েছিল ট্রাম্পের নয়া বিল। ২৪ ঘণ্টাব্যাপী তর্কবিতর্কের পর মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে বিলটি অনুমোদন পায়। মার্কিন আইনসভার নীতি মেনে পরের দফায় বিলটি কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস'-এ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। বিলটি হাউসের অনুমোদন পেলে উচ্চ আয়ের মার্কিন নাগরিকেরা করছাড় সংক্রান্ত সুবিধা পাবেন। অন্য দিকে, মেডিকেড, এসএনএপির মতো জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির ব্যয় কমিয়ে আনা হবে ১ লক্ষ কোটি ডলারে!

ময়দান

ব্যাটে গিল বলে আকাশ! দ্বিতীয় দিনে ভারতের দাদাগিরিতে কোণঠাসা ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: এজবাস্টনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে শুভমান গিলের দুরন্ত দ্বিশতরান এবং ভারতীয় বোলারদের আগ্রাসী পারফরম্যান্সে দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রবল চাপে ইংল্যান্ড। প্রথম দিনে ১১৪ রানে অপরাজিত থাকা গিল দ্বিতীয় দিনেও ধরে রাখেন সেই ধারা। ৩১১ বলে করেন ২৬৯ রানের এক অনন্য ইনিংস, যেখানে ছিল ৩০টি চারের সঙ্গে ৩টি ছয়। তাঁর ইনিংস ভারতকে পৌঁছে দেয় ৫৮৭ রানের পাহাড় প্রমাণ স্কোরে। গিলের এই ইনিংস শুধু রানের দিক থেকেই নয়, রেকর্ডের দিক থেকেও ঐতিহাসিক। তিনি এজবাস্টনে কোনও ভারতীয় ব্যাটারের সর্বোচ্চ স্কোর গড়েন, পেরিয়ে যান কোহলির ১৪৯ রানের ইনিংসকে। শুধু তাই নয়, এক ইনিংসে কোনও ভারতীয় অধিনায়ক এবং এশিয়ার বাইরে কোনও ভারতীয় ব্যাটারের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও এখন তাঁর দখলে। শুধু গিল নন, ব্যাট হাতে সহায়তা করেন রবীন্দ্র জাদেজাও। চোট এবং অবসরের জল্পনার মধ্যে জাদেজা খেলেন ৮৯ রানের এক মূল্যবান ইনিংস, মারেন ১০টি চার ও ১টি ছয়। শেষে ওয়াশিংটন সুন্দরও ৪২ রানের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ফলে ভারতীয় ইনিংস দাঁড়িয়ে যায় ৫৮৭ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপাকে পড়ে ইংল্যান্ড। বাংলার আকাশদীপের বলে দুই ওপেনার বেন ডাকেট ও ওলি পোপ ফিরে যান রানের খাতা না খুলেই। এরপর ক্রলিও ফিরে যান ১৯ রানে। ইংল্যান্ডের স্কোর তখন ২৫/৩। এমন পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরেন অভিজ্ঞ জো রুট ও হ্যারি ব্রুক। তাঁরা চতুর্থ উইকেটে অর্ধশতরান যোগ করে দিনের শেষে ইংল্যান্ডকে কিছুটা স্বস্তি দেন। তবে ভারতের জন্য দিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি গিলের ব্যাটিং ও শুরুর সেই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উইকেট। যদিও দিনের শেষ ওভারে ব্রুক একবার আউট হতে হতে বেঁচে যান, তবুও ইংল্যান্ড যে এখনও বিপদের মুখে, তা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় দিনে ভারতীয় বোলারদের দ্রুত আঘাত এনে ম্যাচ পুরোপুরি নিজেদের দখলে আনতেই হবে। অন্যথায় রুট-ব্রুক জুটি ম্যাচের রং পালটে দিতে পারে। সিরিজের শুরুতে অধিনায়কত্ব নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকলেও গিল এই ইনিংস দিয়ে প্রমাণ করলেন, ভবিষ্যৎ ভারতীয় ক্রিকেট তাঁর হাতেই নিরাপদ।

সিএবিতে বড় বদল! বাদ তিন কোচ, আসছেন ঋদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রিকেটে হঠাৎ করেই এক বিতর্কিত মোড়। সিএবি (ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল) একসঙ্গে তিনজন কোচকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে ভাবে এই অপসারণ হয়েছে, তা ঘিরে উঠেছে বিস্তর প্রশ্ন। আলোচনার কেন্দ্রে প্রণব রায়, শিবসাগর সিংহ এবং চরণজিৎ সিংহ, তিনজনই বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং নিজের নিজের ভূমিকা পালন করছিলেন কোচ হিসেবে। কিন্তু তাঁদের ছাঁটাইয়ের ধরনটাই বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

অফিশিয়ালি বলা হয়েছে, তিন কোচের সঙ্গেই চুক্তি নবীকরণ করা হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা অনেক বেশি তিক্ত। অভিযোগ, তাঁদের চাকরি থেকে সরানোর বিষয়টি আগে জানানোই হয়নি। বরং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে আচমকা বাদ দেওয়া হয় তাঁদের। অনেকেই বলছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে কোচ অপসারণ হয়েছে আগে, যেমন গ্রেগ চ্যাপেল বা ডানকান ফ্লেচারের ক্ষেত্রে। তবে এতটা 'অসম্মানজনক' পদ্ধতিতে নয়। প্রণব রায়, বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক এবং কিংবদন্তি পঙ্কজ রায়ের পুত্র, সদ্য শেষ হওয়া মরশুমে বাংলার অনূর্ধ্ব ২৩ দলের প্রধান কোচ ছিলেন। তাঁর চুক্তি রয়েছে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। অথচ তার আগেই বাদ পড়ে গেলেন। শিবসাগর সিংহ ছিলেন অনূর্ধ্ব ২৩ মহিলা দলের কোচ, আর চরণজিৎ সিংহ অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা দলের কোচ।

সিএবি জানাচ্ছে, তাঁদের মেয়াদ শেষ হয়েছিল প্রো টি-২০ টুর্নামেন্টের আগেই, তাই নবীকরণ না-করায় নিয়ম লঙ্ঘন হয়নি। তবে যে ভাবে বিষয়টি সামলানো হয়েছে, তা নিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়েছে সিএবির অন্দরেও। কেউ মুখ খুলছেন না ঠিকই, কিন্তু ঘনিষ্ঠমহলে তিন কোচই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে খবর। এদিকে, কোচ বদলের জল্পনাও অনেকদিন ধরেই চলছিল। অনূর্ধ্ব ২৩ পুরুষ দলের কোচ হতে পারেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ঋদ্ধিমান সাহা। তিনি প্রো টি-২০ লিগে শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সের মেন্টর ছিলেন। মহিলাদের দুই বয়সভিত্তিক দলের দায়িত্ব পেতে পারেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার রুমেলি ধর। বাংলার ক্রিকেট মহলের অভিমত, কোচদের অপসারণ হতেই পারে, কিন্তু সেটা যেন সম্মানের সঙ্গে হয়। এইভাবে হঠাৎ বাদ দেওয়া , তা যতই নিয়ম মেনে হোক, তাতে মানুষের মন জেতা যায় না।

অপ্রতিরোধ্য শুভমান, ভাঙ্গলেন শচীনের রেকর্ড! রেকর্ডের বৃষ্টি এজবাস্টনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম প্রতিভাবান ব্যাটার শুভমান গিল এবার টেস্ট ক্রিকেটেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে। চলতি ইংল্যান্ড সফরের দ্বিতীয় টেস্টে এজবাস্টনে দুরন্ত ব্যাটিং করে নিজের প্রথম টেস্ট ডবল সেঞ্চুরি হাঁকালেন এই তরুণ ভারত অধিনায়ক। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই গিল পৌঁছে গেলেন টেস্ট কেরিয়ারের এক নতুন উচ্চতায়। প্রথম দিনেই ব্যাট হাতে ঝকঝকে ইনিংস খেলে ১১৪ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। পরদিন সকালে ব্যাট করতে নামেন অত্যন্ত সতর্ক মনোভাবে। শুরু থেকেই ব্যাটে বল চোখে পড়ে এবং দেখেশুনে খেলতে থাকেন। জাদেজার সঙ্গে গড়েন এক দারুণ পার্টনারশিপ, যা ভারতীয় ইনিংসকে শক্ত ভিত দেয়। তাঁদের জুটিতে ভর করে ভারত ৪০০ রানের গণ্ডি পার করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, গিল এজবাস্টনে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংসের মালিক হন। বিরাট কোহলির করা ১৪৯ রানের রেকর্ডকে ছাপিয়ে ৩১১ বলে দৃষ্টিনন্দন ডাবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। পরে দ্বিতীয় সেশনে পৌঁছে যান ২৫০-র গণ্ডিও। চা পানের বিরতির সময় তিনি অপরাজিত ২৬৫ রানে, আর ভারতীয় দলের স্কোর তখন ৫৬৪/৭। এই ইনিংস শুধুমাত্র সংখ্যাতাত্ত্বিক মাইলফলক নয়, এটি গিলের ব্যাটিং শৈলীরও এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। তাঁর ইনিংস জুড়ে ছিল একদিকে ধৈর্য, অন্যদিকে আক্রমণের ধার। শুরুতে পেস এবং সুইং সামলে ধীরে এগিয়ে যান। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইংল্যান্ডের বোলারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন নির্ভুল টাইমিং ও নিখুঁত ফুটওয়ার্কের মাধ্যমে। একের পর এক চার-ছয়ের বন্যায় ক্লান্ত করে দেন ইংল্যান্ডের বোলিং ইউনিটকে।

এজবাস্টনে ভারতের ব্যাটিং দেখছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।

কালীঘাটকে হারিয়ে জয়ে ফিরল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম ম্যাচে হোঁচট খাওয়ার পর কলকাতা লিগে জয়ে ফিরল মোহনবাগান। দ্বিতীয় ম্যাচে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ৪-০ গোলে হারিয়ে জয়ে ফিরল ডেগি কার্ডোজো ছেলেরা।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল মোহনবাগান। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় সালাউদ্দিনরা। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় মোহনবাগান। বাগানের হয়ে প্রথম গোল করেন অধিনায়ক সন্দীপ মালিক। দ্বিতীয় গোলটি হয় আত্মঘাতী। দ্বিতীয়ার্ধে পাসাং দর্জি তামাং গোল করে হয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন। ৭২ মিনিটে চার নম্বর গোলটি করেন আদিল আবদুল্লা। খেলার শেষের দিকে অফসাইডে মোহনবাগানের একটি গোল বাতিল করেন রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধে কালীঘাট আক্রমণের চেষ্টা করলেও সফল হয়নি।

প্রিমিয়ার ডিভিশনের বাকি ম্যাচগুলির ফলাফল রেলওয়ে এফসি পুলিশ এসিকে ২-১ গোলে হারায়। ক্যালকাটা কাস্টমস ও কালীঘাট এমএসের ম্যাচ ১-১ ড্রয়ে শেষ হয়। জর্জ টেলিগ্রাফকে ২-০ গোলে হারায় মামনি পাঠচক্র।

Domdoma Gram Panchayat

Tender Notice of Domdoma G.P.

Memo No.-89(4)/DGP/2025 Dt- 30/06/2025and Memo no.- 90(4)/DGP/25 Dt. 30/06/2025 respectively e-Tender are hereby invited from Bonafide contractors/Agency for the different Construction works, bid submission closing date 14/07/2025 at 2.00 P.M. other details may be seen from the website **wbtenders.gov.in** and office Notice board of Domdoma Gram Panchayat except holidays.

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 02 of 2025-26 of the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub. Division

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 02 (Two) groups for- (A) Rewinding & Repairing of 3 nos 20.0 H.P. Submersible pump & motor set, (B) Rewinding & Repairing of 3 nos 17.5 H.P. Submersible pump & motor set are invited by the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub. Division, Barabagan, Suri, Birbhum from the bonafied agencies having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability tender paper are 16/07/2025 & 18/07/2025 up to 2.00 P.M. respectively.

Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Suri (A-I) Sub Division
Suri, Birbhum.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) নোটিস নং. ইসি/টি/কমপ্রিহেনসিভ/ওটি-১১/২০২৫-২৬ তারিখ ঃ ২৭.০৬.২০২৫, চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছেঃ **ই-টেন্ডার নংঃ ইসি_টি_সিওএম_ওটি-১১_ ২৫-২৬; স্থান সহ কাজের নাম ঃ** সার্বিক চুক্তির ভিত্তিতে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দশ (১০)টি সিআইএল নির্মিত আন্ডারস্লাং মাউন্টেড ডিজেল ইঞ্জিন ধরনের এনটিএ ৮৫৫আর, ছয় (০৬)টি সিআইএল নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিন টাইপ এনটি৮৫৫আর বিআইজি সিএএম, তিন (০৩)টি সিআইএল নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিন টাইপ ভিটিএ১৭১০এল, ছয় (০৬)টি ভয়েথ নির্মিত ট্রান্সমিশন সিস্টেম টাইপ টিআর.২১১আর, দুই (০২)টি অ্যাভটেক/অ্যালিসন/স্যান নির্মিত ট্রান্সমিশন সিস্টেম টাইপ সিআরটি-৫৬৩৩, এক (০১)টি, সিজিএল/বিএইচইএল নির্মিত কনভেনশনাল ট্র্যাকশন অল্টারনেটর, ডিইটিসি/ডিএইচটিসি ধরনের ৮ চাকার টাওয়ার ওয়াগনের দশ(১০)টি বিএইচইএল সিজিএল নির্মিত আন্ডারস্লাং মাউন্টেড ট্র্যাকশন অল্টারনেটর -এ পর্যায়ক্রমিক আনুপূর্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ; **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** জিএসটি সহ ১১,৫৫,৮১,৬৭৩.৫০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না জমা অর্থ ঃ** ৭,২৭,৯০০.০০ টাকা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস; **বিজ্ঞপ্তির মেয়াদ ঃ** ২৭.০৬.২০২৫ থেকে ২১.০৭.২০২৫ দুপুর ৩টে পর্যন্ত; **দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার সময়সীমা ঃ** ০৭.০৭.২০২৫ থেকে ২১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত; **দরপ্রস্তাব বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত; **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটে; **টেন্ডার নথি যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবেঃ** টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ২৭.০৬.২০২৫ থেকে ২১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩ টে পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

(MISC-118/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 18 Nos. scheme vide **NIT No: 220, 224, 225/MGP/2025-26, Date: 01.07.2025** under **15th FC Tied & Untied Fund**. Date of Sale of Tender Form : **02.07.2025 to 09.07.2025.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **09.07.2025 up to 2:00 PM.** Date of Opening of Tender : **11.07.2025 at 03:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.

Sd/-
Prodhan
Mallickpur Gram Panchayat

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 310/N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. G.P./NIT 01 /2025-26), Date- 03/07/2025** for 07 (Seven) nos. scheme under **15th CFC (Tied & Untied) Fund.** Bid Submission Start Date: **04.07.2025 from 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date: **14.07.2025 up to 10:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **16.07.2025 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/163/25-26 Dated 03.07.2025	REPAIRING & RENOVATION OF BLACKTOP ROAD AT MUSALMAN PARA ROAD IN WARD NO.- 24 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,43,337.00
WBMAD/ULB/ RSM/164/25-26 Dated 03.07.2025	Construction of Concrete Road & Drain at Manikpur Ghoshal Para near House of Alok & Tilak & near House of Hasu Mistry in Ward no-23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,46,866.00
WBMAD/ULB/ RSM/165/25-26 Dated 03.07.2025	Construction of Concrete Road with Surface Drain at Azad Nagar from Aftab Tailors to Jainal's house via Madrasha Islamiya in Ward no-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,02,688.00
WBMAD/ULB/ RSM/166/25-26 Dated 03.07.2025	Construction of Concrete Road & Covered Surface Drain At Bagher Danga Najrul Pally West Side Of Main Road Near House Of Prabin Naskar To Anil Dutta In Ward No- 25 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 9,61,349.00

Bid Submission end date: **12.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/158/ 25-26 ated 02.07.2025	Construction of Concrete Road at Doltala Dighirpar Bylane 1, 2, 3 & 4 in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,62,397.00
WBMAD/ULB/ RSM/159/25-26 Dated 02.07.2025	Construction of Concrete Road from Gopal Mondal House to Soumitra Ghosh House Noapara Kinnar Gali in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,41,940.00
WBMAD/ULB/ RSM/160/25-26 Dated 02.07.2025	Upgrade Brick Pavement to Concrete Road from Subrata Gayen House to Prithwish Bhattacharya House and Jiban Murmu House to Sankar Sarkar House at Nowapara Annandapally in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,04,782.00
WBMAD/ULB/ RSM/161/25-26 Dated 02.07.2025	Construction of Brick Pavement Road from Dhiraj Mondal House to Thapa Gurung House at Noapara Ayakatan in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,43,525.00

Bid Submission end date : **12.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 97/2024-25 & Memo No.: 751, Date: 03.07.2025,** for **01 no. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **11.07.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

সিনিয়র ডিইই (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিশন ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিচে উল্লেখিত বিশদ বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে খোলা টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: **ক্রম. নং. : ১; টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএলইসিটি-সিএইচজি-২৫-২৬-৬০বি-১০; কাজের নাম :** শালিমারের পুরাতন এআরএম ভবনে ৬০ শয্যা বিশিষ্ট সম্মিলিত রানিং রুমের বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য : ₹ ১,৪৬,৯২,২৪৯.৫৫; ইএমডি/বিড সিকিউরিটি : ₹** ২,২৩,৫০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় :** ২৪.০৭.২০২৫। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের শুধুমাত্র অনলাইনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য টেন্ডার সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। **(PR-355)**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/157/25-26 dated 02.07.2025	REPAIRING & RENOVATION WORK AT HAROHORITALA MANDIR IN WARD NO - 23 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.15,85,614.00

Bid Submission end date : **19.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE
DHABLAT GRAM PANCHAYAT
SAGAR, PANCHAYAT SAMITY
P.O.- CHEMAGURI, P.S.- SAGAR, DIST.-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743373

On behalf of Dhablat Gram panchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 170/ DGP, OF 15th CFCG** under Dhablat Gram panchayat Dated **03.07.2025.**
Details are available in the website **wb tenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat Chemaguri, Sagar, South 24 Pgs.

"REGIMENTAL SHOPS CONTRACT 2025-26"

1. The Station Commander, Air Force Station Salua invites sealed tenders to run the following regimental shops at AF Station Salua for the period from **01 Aug 25 to 31 Jul 26** (The same may be renewed another term of two years on the basis of satisfactory performance). Interested persons may apply (**Ex-servicemen will be given priority**).

Name of Shop	Monthly reserved Rebate(Rs.)	Name of Shop	Monthly reserved rebate(Rs.)
Milk & Bakery Shop	2500+Rent & allied	Tailor Shop	2500+Rent & allied
Fruit Shop	2050+Rent & allied	RO Plant	2600+Rent & allied
Vegetable Shop	1000+Rent & allied	Apna Dhaba	5500+Rent & allied
Barber Shop	1100+Rent & allied	Scrap Vendor	1500+ Rent & allied
Cycle Repair Shop	500+ Rent & allied		

2. Tender forms will be available at **SI Office, AF Station Salua** from **07 Jul 25** to **15 Jul 25** at a cost of **Rs. 100**/- on all working days between **0900hrs** to **1300hrs. Sealed tenders are to be deposited in the tender box available at Sub guard room latest by cease work on 21 Jul 25 (R) 21 Jul 25. Concerned tenders are invited to witness the opening of sealed tenders by the board of officers on 25 Jul 25 at 1200 hrs.**
3. Vendor will be deposit security towards the payment of electricity and water charges, which would be equal to a minimum of three months rebate.

Sd/- **Senior Administrative officer**, Air Force Station, Salua

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইআর-এসডিএএইচ০সিওএমএল(ইউটিএস)/৩/২০২৫-ও/ও এসআর.ডিসিএম/এসডিএএইচ/ইআর তারিখ ঃ ০৩.০৭.২০২৫, রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক যে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কোম্পানির থেকে "ই-ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে দুই (০২) বছরের মেয়াদের জন্য পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে ইউটিএস, টিআরএস এবং ইউটিএস-তথা-পিআরএস স্থানগুলিতে কাজ করা ইউটিএস, পিআরএস এবং ইউটিএস-তথা-পিআরএস যন্ত্রপাতির অনুষঙ্গে হার্ডওয়্যার পেরিফেরালস-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)"-র কাজের ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **বিভাগ কর্তৃক অনুমিত মূল্য ঃ** ১,১৬,৫৭,৭৬৮.৬৮ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৩,২০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ১২ শতাংশ জিএসটি সমেত ৫,৬০০.০০ টাকা (ফেরত অযোগ্য); **এই টেন্ডারের দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৪.০৭.২০২৫; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে; **www.ireps.gov.in** -এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সহ হস্তান্তর অযোগ্য টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে এই টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারে প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে টেন্ডারদাতারা টেন্ডার নথির মূল্য এবং বায়না অর্থ রূপে প্রদেয় অর্থ কেবলমাত্র আইআরইপিএস পোর্টালে লভ্য পেমেন্ট গেটওয়ে/মডিউলগুলি যেমন নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদান করার অনুমতিপ্রাপ্ত। ডিম্যান্ড ড্রাফট, ব্যাঙ্কার্স চেক, ডিপোজিট রিসিপ্ট, এফডিআর ইত্যাদি হাতেহাতে পরিশোধের পদ্ধতি অনুমোদিত নয়।

(SDAH-107/2025-26 **সিনি. ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ**

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

মাতৃরূপেণ সংস্থিতার ছায়ায় শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির নতুন ছবি

‘আমার বস’ এক হৃদয়স্পর্শী চেতনা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

গত ৯ই মে ২০২৫ উইন্ডোজের ব্যানারে বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির পরিচালনায় নতুন বাংলা ছবি ক্ষ্মআমার বসক্ষ্ম। এক্ষেত্রেও বাংলা ছবির দর্শকেরা দীর্ঘ ২২ বছর পর, আবার এক কিংবদন্তি অভিনেত্রীর প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী রইলেন বাংলা ছবির পর্দায়। গত কয়েকদিন আগে নতুন বাংলা ছবি ‘পুরাতন’ এ প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল কিংবদন্তি অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের। আর এবার শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির হাত ধরে দীর্ঘ সময়ের পর বাংলা ছবিতে ফিরলেন কিম্বদন্তি অভিনেত্রী রাখী গুলজার। ‘এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন’ এই কথাগুলিকে যথাযথভাবে এবং সম্পূর্ণ সফলরূপে বাস্তবিত করলেন, সিনেমা প্রেমীদের নস্টালজিক বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাখী গুলজার। অবশ্যম্ভাবী ভাবে আবেগাপ্লুত এবং উচ্ছ্বসিত বাংলার চলচ্চিত্রমোদী দর্শক বৃন্দ। বিশেষভাবে পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের বিগত প্রত্যেকটি ছবিই ছিল সামাজিক এবং মানবিক বার্তাবহ। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিচালক জুটির কাছে দর্শকমহলের প্রত্যাশা বরাবরই অনেক বেশিই থাকে। দর্শক মহলের সেই প্রত্যাশা পূরণে, যথেষ্ট মুন্সিআনার সাথে এই পরিচালক দ্বয় আজকের সমাজের যন্ত্রানুষম কর্পোরেট জীবনের মধ্যে বিশেষ মানবিক বার্তার চিত্রনাট্যের সঙ্গে, কেন্দ্রীয় চরিত্রে নিয়ে এসেছেন বিশিষ্ট বর্ষিয়ান কিংবদন্তি অভিনেত্রী রাখী গুলজার কে। পরিচালকদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল তা বলা যেতে পারে, গত কয়েকদিনে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের উপচে পড়া উপস্থিতি, আবেগ এবং উচ্ছ্বাস দেখে। চলচ্চিত্রের সব রকমের বিনোদনের সঙ্গে সমাজের জন্য বিশেষ বার্তা এ ছবির প্রধান উপকরণ। এ ছবি মা ও সন্তানের পবিত্র সম্পর্কের, এ ছবি কর্পোরেট দুনিয়ার রুঢ় বাস্তবের মধ্যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনের, এ ছবি স্বামী স্ত্রীর প্রেম-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব, অভিমান-অনুরাগের, সর্বোপরি এ ছবি প্রবীণ মানুষদের অপ্রাসঙ্গিকতার ইতিহাস মুছে ফেলার বার্তা নিয়ে তৈরি হয়েছে। এ ছবি প্রবীণ, নবীন এবং আপামর দর্শকদের সকলের জন্যই। লাড্ডু ওরফে অনিমেষ গোস্বামী (শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) একটি প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার। বাড়িতে তার অবসরপ্রাপ্ত মা শুভ্রা গোস্বামী (রাখী গুলজার) এবং স্ত্রী মৌসুমী (শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়)। কর্পোরেট জগতে যেখানে সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, সেখানে বস অনিমেষ গোস্বামীর সংস্থার কর্মচারীরা সপ্তাহে ৫০ ঘন্টাও কাজ করতে পারে না। তাই ব্যবসায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় ভীষণ বিরক্ত এবং কড়া অনিমেষ গোস্বামীর চরিত্রে পরিচালক- অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কর্মক্ষেত্রে কোন অপারগতা বা ফাঁকি সহ্য করেন না। প্রকাশনা সংস্থার কর্মচারীরা চাকুরী হারাবার ভয়ে তটস্থ। অফিস নিয়ে সদা ব্যস্ত এবং যথেষ্ট চাপ থাকলেও অনিমেষ গোস্বামী বা লাড্ডু,

তার মায়ের আদর যত্নের জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কিন্তু মা শুভ্রা গোস্বামীর চরিত্রে রাখী গুলজার আয়ার হাতে খেতে চান না, তিনি চান প্রতিদিন দুপুর বেলা তার ছেলের সঙ্গে লাঞ্চ করতে। একদিন মা শুভ্রা গোস্বামী ইচ্ছা প্রকাশ করেন ছেলের অফিসে যোগ দিতে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য সন্তান অনিমেষ মায়ের দাবি মেনে নেয়। মা শুভ্রা গোস্বামী ছেলে অনিমেষের অফিসে ট্রেনী হিসাবে যোগ দেন। এরপর চিত্রনাট্য জমে ওঠে। মা শুভ্রা গোস্বামী অফিসের সকল কর্মচারীদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে গিয়ে হয়ে ওঠেন সকলের নয়নের মনি। কর্মচারীদের বাড়িতে থাকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতাদের জন্য, অফিসেরই ফ্লোরে আশ্রম নামের ডে কেয়ার খুলতে উদ্যোগী হন। বিবাদ বাঁধে ছেলে অনিমেষের সঙ্গে। কর্পোরেট অফিস চালাতে গেলে এসব চিন্তা ভাবনা চলে না বলে তার মত। অপরদিকে স্ত্রী মৌসুমীকে নিয়েও চলে সম্পর্কের টানা পোড়েন। অবসর- যে মানুষের জীবনের সমস্ত কিছুর শেষ হতে পারে না, কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন করে শুরু করার আহ্বান জানায় এই বার্তা প্রবীণ এবং নবীন দর্শকদের মনে দাগ কাটার মতো চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে। প্রেক্ষাগৃহ থেকে ফিরে এসে অনেকের মনে হতে পারে, নিজের আধুনিক জীবনে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ব্যাগেজ মনে করে জীবনে কোন ভুল করিনি তো? সুযোগ থাকলে হয়তো অনেকে ত্রুটি সংশোধন করবেন, আবার হয়তো বা ফেলে আসা অতীতের জন্য কারো মনে অনুশোচনাও জাগতে পারে। যাই হোক না কেন এই ছবির আবেশ দর্শকদের মনে থেকে যেতে বাধ্য। অনেকদিন পর বাংলা ছবিতে ফিরে এসে মায়ের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে, সিনেমা প্রেমী দর্শকদের মনের মনিকোঠায় নতুন করে স্থান করে নিলেন রাখী গুলজার। পরিচালক-অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। বর্ষীয়ান সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং রাখী গুলজারের একত্র অভিনয় দৃশ্যগুলি ভীষণ ভালো লাগবে। ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, সৌরসেনী মৈত্র, শ্রুতি দাস, ঐশ্বর্য সেন, আভেরি সিংহ রায়, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়রা স্ব- স্ব-চরিত্রে যথেষ্ট সাবলীল এবং সচ্ছন্দে অভিনয় করেছেন। কাঞ্চন মল্লিকের কৌতুক মেশানো অভিনয় দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে। অনুপম রায়ের সুর এবং গান ছবির গল্পকে আরো প্রাণবন্ত করেছে। নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে কুর্নিশ জানাই এ ধরনের ছবি উপহার দেওয়ার জন্য। আগামী দিনে বাংলা ছবির স্বর্ণালী ইতিহাসের প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে এ ছবি অবশ্যই একটি হৃদয়স্পর্শী স্তম্ভ হয়ে থাকবে।

APAI-WB Pre Counselling & Education Fair - 2025

A one stop solution for shaping your career beyond 10th Std., 12th Std. & graduation.

Build your career in Bengal - a secure foundation for your dreams.

ENTRY FREE

Organised by: APAI www.apaiwb.com ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ACADEMIC INSTITUTIONS WEST BENGAL

Date : 4th-5th July 2025 | Time : 11:00 AM to 7:00 PM

Venue : NETAJI INDOOR STADIUM, KOLKATA

Discover unparalleled opportunities to engage directly with leading self-financed institutions of West Bengal, offering diverse courses in Engineering/Technology (CSE, AIML, Data Science, Cyber Security, IoT, etc.), Pharmacy, and Architecture, paving the way to completing degrees such as B.Tech, B.Pharm, B.Arch., M.Tech, MCA, MBA, BCA, BBA, BHM, and securing your dream job on a global scale.

ADDITIONAL PROGRAM: BBA / BCA / BHM / B.HMCT / MCA MBA / DIPLOMA / B.SC. MEDIA SC. & Hospitality etc.

All courses are approved by AICTE, New Delhi & affiliated to Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal. Most of the colleges are also accredited to NAAC & NBA

These institutions provide a platform to develop skills aligned with cutting-edge technologies that are highly sought after in today's industries. Additionally, a diverse range of applied courses in fields such as management, hospitality, commerce, and accounting are available.

Member colleges of APAI-WB account for 85% of engineering and pharmacy seat intakes under WBJEEB. Take advantage of Bengal's affordable tuition fees, complemented by various scholarships, concessions, and government-supported credit facilities offered at minimal interest rates.

Member colleges of APAI-WB have been contributing to national progress by facilitating thousand and thousands of student placements in leading multinational corporations worldwide as well as in esteemed domestic industries for over two decades.

Participating APAI Member Colleges:

Abacus Institute of Engineering & Management (JV), Mogra, Hooghly
Academy of Technology, Hooghly
Asansol Engineering College (JV), Asansol
B.P. Poddar Institute of Management & Technology, Kolkata
Bankura Unnayani Institute of Engineering, Bankura
BCDA College of Pharmacy & Technology, Barasat
BCDA College of Pharmacy & Technology, Madhyamgram
Bengal School of Technology, (A College of Pharmacy) Chinsurah
Budge Budge Institute of Technology, Budge Budge
Bengal College of Pharmaceutical Science & Research, Durgapur
Bengal College of Engineering and Technology, Durgapur
Bharat Technology, Uluberia, Howrah
Calcutta Institute of Technology, Uluberia, Howrah
Calcutta Institute of Pharmaceutical & Allied Health Science, Uluberia, Howrah
Calcutta Institute of Engineering and Management, Kolkata
Calcutta Institute of Science & Management, Kolkata
College of Engineering & Management, Kolaghat
Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur
Dr. B.C. Roy College of Pharmacy & Allied Health Sciences, Durgapur
Dream Institute of Technology, Kolkata
Elitte College of Engineering
Future Institute of Engineering & Management, Kolkata
Future Institute of Technology, Kolkata
Gargi Memorial Institute of Technology, Kolkata
George College, Kolkata
Global Institute of Management and Technology, Krishnanagar
Gupta College of Technological Sciences, Asansol
Haldia Institute of Technology, Haldia
Heritage Institute of Technology, Kolkata
Hooghly Engineering & Technology College, Hooghly
Ideal Institute of Engineering, Kalyani
Institute of Engineering & Management under School of University of Engineering & Management, Kolkata
JIS Group Educational Initiatives
Dr. Sudhir Chandra Sur Degree Engineering College, Kolkata
Dr. Sudhir Chandra Sur Institute of Pharmaceutical Science and Technology
Guru Nanak Institute of Technology, Kolkata
Greater Kolkata College of Engineering & Management (JV), Baruipur
Guru Nanak Institute of Technology, Kolkata
Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & Technology, Kolkata
JIS College of Engineering, Kalyani
JIS Institute of Pharmacy
Narula Institute of Technology, Kolkata
JLD Engineering and Management College, Baruipur
Mallabhum Institute of Technology, Bishnupur, Bankura
MCKV Institute of Engineering, Liluah, Howrah
NSHM Knowledge Campus, Kolkata
NSHM Knowledge Campus, Durgapur
Omdayal Group of Institutions
OmDayal College of Architecture, Uluberia, Howrah
OmDayal College of Engineering, Uluberia, Howrah
Pailan College of Management & Technology, Kolkata
Sanaka Educational Trust's Group of Institutions
Seacom Engineering College, Howrah
Supreme Knowledge Foundation Group of Institutions, Mankundu, Chandannagar
St. Thomas College of Engineering & Technology, Kolkata
Swami Vivekananda Group of Institutes
Regent Education & Research Foundation Group of Institutions, Barrackpore
Swami Vivekananda Institute of Science & Technology, Sonarpur
Techno India Group
Meghnad Saha Institute of Technology, Kolkata
Netaji Subhas Engineering College, Garia, Kolkata
Siliguri Institute of Technology, Siliguri
Techno Bengal Institute of Technology, Kolkata
Techno College, Hooghly
Techno Institute of Engineering & Management, Banipur
Techno International New Town, Kolkata
Techno International Batanagar
Techno Main Salt Lake
Techno Polytechnic Durgapur

Colleges with Modern Campus Futuristic Facilities and Experienced Faculties

Producer of Skilled and Quality Manpower to Different Parts of the Country and World

Attractive Placement across all Growing Sectors

–: In assistance with :–

Higher Education Dept., Govt. of West Bengal

Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal

West Bengal Joint Entrance Examination Board

ASSOCIATE SPONSORS:

Event Managed by Career Planner edu fair www.careerplanneredufair.com